ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

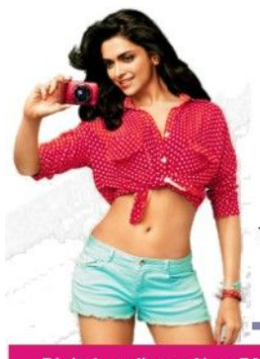

দীপিকা, রণবীর থাকতেই অন্য পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশা করেছি

পৃঃ ৫

কীভাবে সেমিফাইনালে পৌঁছতে পারে পাকিস্তান

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২৯৬ ● কলকাতা ● ১৪ কার্ত্তিক, ১৪৩০ ● বুধবার ● ০১ নভেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

জোত্যিপ্রিয়র কোম্পানির

ফার্মে ডামি পার্টনার কেন?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ডামি পার্টনার! জোত্যিপ্রিয়র কোম্পানির ফার্মে ডামি পার্টনার কেন? রেশন দুর্নীতিতে ইডির হাতে ধৃত জোত্যিপ্রিয় মল্লিকের বেশিরভাগ বেনামি কোম্পানি ও ফার্মে ডামি পার্টনার ছিল। এই কোম্পানিগুলি মূলত প্রসিড অফ ক্রাইমের স্তরে স্তরে ধাপ বা লেয়ার হিসাবে ছিল অভিযোগ ইডির।বাস্তবে এই দুই ফার্মে কোনও ব্যবসা আদতে করা হত না। ইডি সূত্রে খবর, জোত্যিপ্রিয় মল্লিকের স্ত্রীর একাউন্টয়ে ৬.০৩ কোটি টাকা এবং মেয়ের একাউন্টয়ে ৩.৭৯ কোটি টাকা ঢুকেছিল। ২০১৬ সালে স্ত্রী অ্যাকাউন্টে ও ২০১৭ সালে মেয়ের একাউন্টয়ে ঢোকে ওই বিপুল টাকা। বিপুল পরিমাণ টাকার উতস কী? অর্থাৎ রেশন দুর্নীতির কালো টাকা সাদা করার জন্য আদতে এই কোম্পানিগুলি খোলা হয়েছিল। জ্যোতিপ্রিয়র তিনটি শেল কোম্পানির মাধ্যমে বাকিবুরের ১২ কোটি টাকা মানি লাউন্ডারিং হয়েছিল বলে অভিযোগ ইডির। কোটি কোটি টাকা কোথা থেকে এল? আয়ের উতস কী? উত্তর খুঁজছেন গোয়েন্দারা।এই ডামি পার্টনাররা নামেই ছিলেন, এঁদের কোনও মতামত নেওয়া হত না, আদতে কোম্পানি নিয়ন্ত্রণ করতেন জোত্যিপ্রিয়। ইডি সূত্রে খবর, নিজের নামে দু'টি বাড়ি সল্টলেকে, অফিস আর কয়েকটি সম্পত্তি ছাড়া, বাকি যা কিছু স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, সেগুলো তাঁর ঘনিষ্ঠ এবং পরিচিতদের নামে রেখেছেন জ্যোতিপ্রিয়।

এরপর ৩ পাতায়

মমতার প্রকল্পের কার্বন কপি গেহলট-রাজ্যে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলার পথেই রাজস্থান। ভাবছেন, এ আবার কী! সুযোগ পেলেই নিজেদের ঢাক পেটানো! কিন্তু যত রাজস্থানের রাজনীতির অন্দরে যাবেন, সেটাই মালুম হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার দায়িত্ব পেয়ে একের পর এক নতুন উদ্ভাবনী প্রকল্প নিয়ে এসেছেন। সমাজের প্রত্যেকটি শ্রেণির জন্য। আগেই বলেছিলাম, গেহলট রাজনৈতিক উপলব্ধি থেকে বুঝেছিলেন, সমাজের সব শ্রেণিকে নিয়ে চলতে হবে। তাদের কথাও ভাবতে হবে। তাই এক ডজন প্রকল্প। রাজস্থানে জাতপাতের রাজনীতি আছে। গোষ্ঠীরাজনীতি আছে। অনার কিলিংয়ের মতো ঘটনাও আছে। আবার রাজস্থানে সবচেয়ে বেশি যাতায়াত গুজরাটিদের। প্রতি মাসে কয়েক লক্ষ গুজরাটির যাতায়াত। রাস্তা জুড়ে গুজরাটের গাড়ি। রাজস্থানিরা তাদের আড়ালে-আবডালে গালমন্দও করেন। কিন্তু ধর্মীয় স্থানগুলো তাঁদের জন্য ভর্তিও থাকে। মোদির রাজ্যের তেমনই এক পর্যটক সুরেশ শাহ বলছেন, গেহলট সাহাব সমঝদার নেতা। টুরিজম স্পট শান্ত রহাতা হ্যায়। বিজনেস ভি আচ্ছা হোতা হ্যায়। অউর কেয়া চাহিয়ে...!

উপকৃত সর্বস্তরের মানুষ। দেশের কাছে মডেল। কন্যাশ্রী প্রকল্প পেয়েছে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। বাংলার মায়েদের জন্য লক্ষ্মীর ভাণ্ডার তো গোটা দেশে বিপ্লব। আর সেই পথেরই অনুসারী অশোক গেহলটের সরকার। শুধু নাম আলাদা। বাকিটা কার্বন কপি। আর সেই প্রকল্পই তেইশের নির্বাচনে কংগ্রেসের ট্রাম্প কার্ড।

পোড় খাওয়া রাজনীতিক অশোক গেহলট । বুঝেছিলেন পাথর, মার্বেল, সিমেন্ট, কাপড়, চামড়ার ব্যবসার মাঝে সর্বস্তরের মানুষকে ছুঁতে গেলে সরাসরি অ্যাকাউন্টে টাকা দিতে হবে। দ্রুত আর্থিক সুবিধা দিতে হবে। এক শ্রেণির মানুষ এখনও সরকারের কাছে বহু কিছু আশা করে, কিন্তু পায় ছিটেফোঁটা। এখানেই তিনি চোখ বুজে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগামী।

কী করেছেন গেহলট? নয় নয় করে এক ডজন প্রকল্প। ১) চিরঞ্জীব প্রকল্প। চিকিৎসার জন্য ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিমা। রেশন কার্ড বা আধার কার্ড থাকলেই কার্ড তৈরি। ২) চিরঞ্জীব অ্যাক্সিডেন্ট কার্ড। দুর্ঘটনায় চিকিৎসার জন্য

এরপর ৩ পাতায়

বিএনপির অবরোধ শুরু হতেই মৃত্যু,

পুলিশের গুলিতে নিহত ২

ঢাকাঃ নিউজ সারাদিন : সরকারের পদত্যাগের দাবিতে বিএনপির ডাকে বাংলাদেশে টানা ৭২ ঘণ্টার অবরোধ কর্মসূচি শুরু হতে না হতেই মৃত্যু। দেশের পূর্বাঞ্চলের জেলা কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচরে অবরোধের সমর্থনে বিএনপির মিছিলে চলল গুলি। তাতে দুজন নিহত হয়েছেন বলে খবর। গুলিবিদ্ধ হয়ে পুলিশকর্মী-সহ আহত বেশ কয়েকজন। টানা তিনদিনের অবরোধের প্রথম দিন, মঙ্গলবার সকাল থেকেই রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন রুটে যান চলাচল প্রায় স্বাভাবিক। প্রাইভেট কার কিছুটা কম দেখা গেলেও যাত্রীবাহী বাস চলাচলও ছিল প্রায় অন্যান্য দিনের মতোই। কর্মজীবী এবং শিক্ষার্থীদের নির্বিঘ্নে চলাচল করছে। অবরোধে বিএনপি-জামাতের নেতাকর্মীরা যাতে কোনও ধরনের নাশকতা করতে না পারে, সেজন্য রাস্তায় কঠোর অবস্থানে রয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। পুলিশ ও র‍্যাবের সঙ্গে রাস্তায় বিজিবিকে টহল দিতে দেখা গেছে। বিএনপির অবরোধ শুরুর আগের রাতে চট্টগ্রাম ও গাজীপুরে তিনটি বাসে আগুন দেওয়া হয়েছে।কিশোরগঞ্জের জেলাশাসক মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ দুজনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন।

প্রশাসন সূত্রে খবর, নিহতরা হলেন ছয়সুতি ইউনিয়নের কাওসারের ছেলে ছাত্রদল নেতা সেফায়েত উল্লাহ এবং একই ইউনিয়নের কৃষক দল সভাপতি বিল্লাল মিঞা। এঁদের বয়স ২০ ও ৩০ বছর। ঢাকার কাছেই নারায়ণগঞ্জের

এরপর ৩ পাতায়

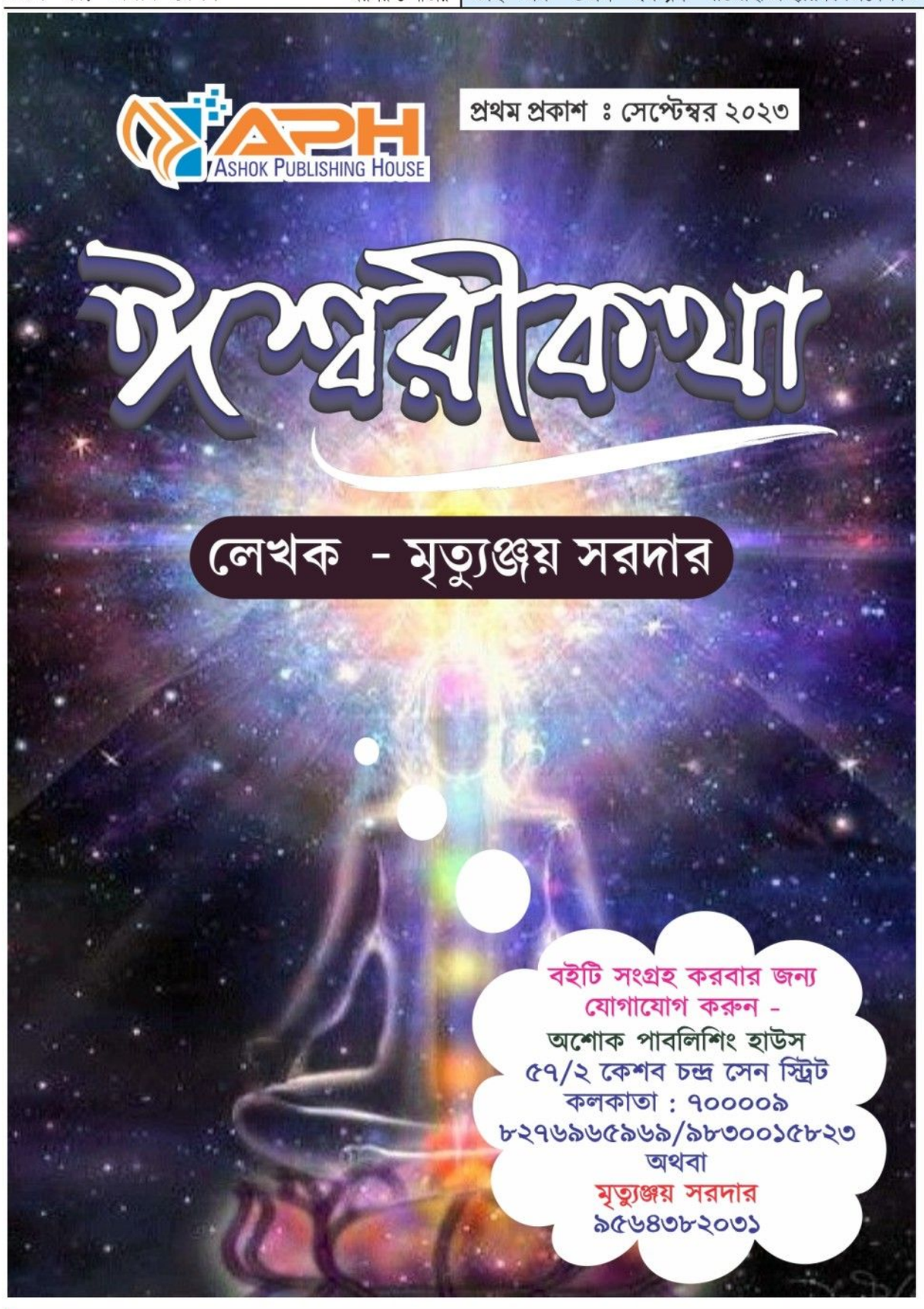

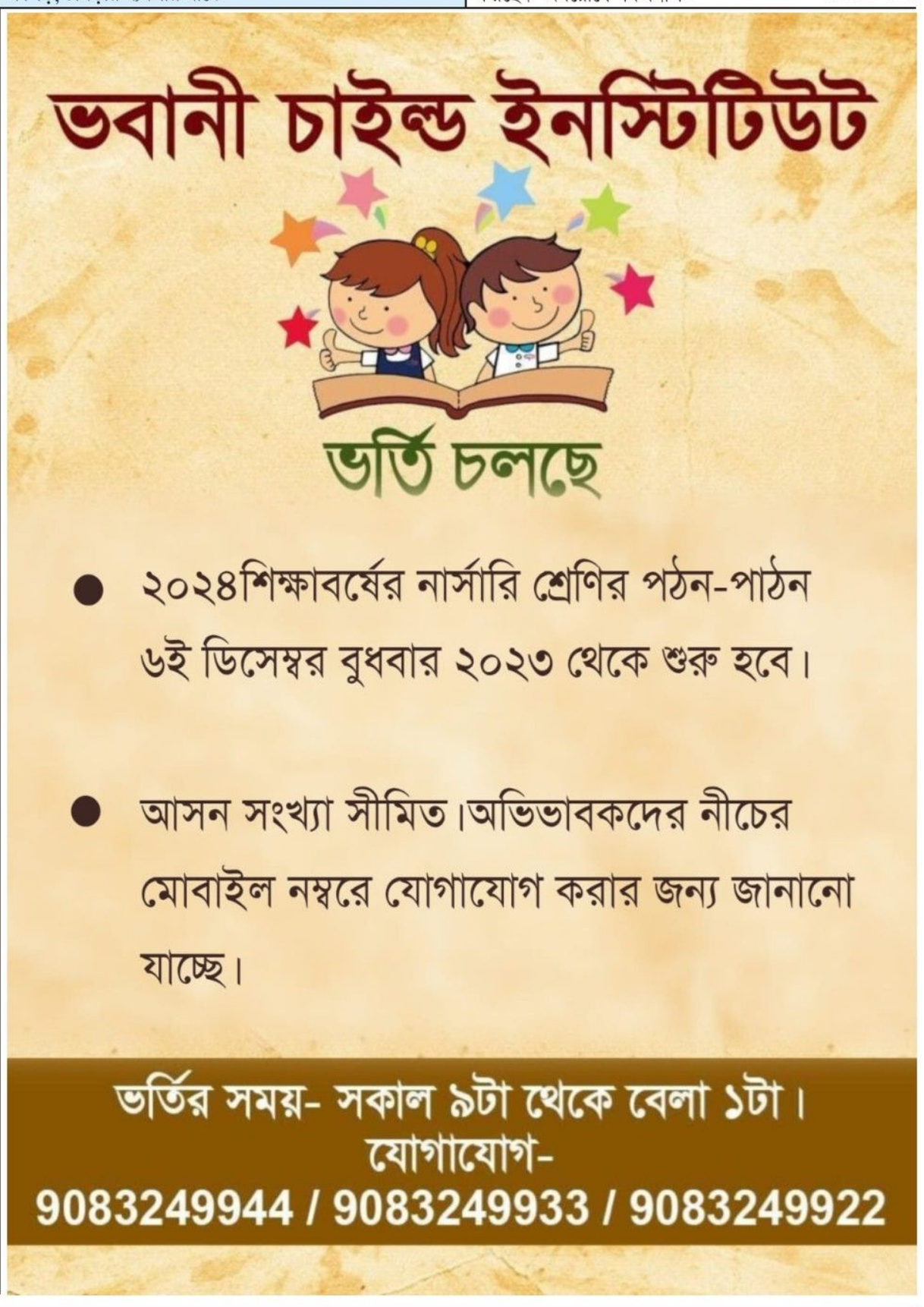

হুল উৎসবে মেদিনীপুর

বারাবনিতে হুঙ্কার অভিষেকের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শুরুতে বলে রাখি সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে ২০১১ সালে একবার মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে ভরে দেয়া হয়েছিল, তাই সম্পাদক মিথ্যা মামলাকে নিয়ে এক মুহূর্তে ভয় পায় না। সত্য টাকে ধামাচাপার জন্য সম্পাদককে জেলার আইপ্যাক এর সঙ্গে যুক্ত থাকা সাংবাদিককে দিয়ে মামলার হুমকি দিচ্ছে। যাতে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় বাবু সত্য কথাটা কাউকে না বলতে পারে না লেখালেখি করতে পারে। হুমকির মধ্যে সম্পাদকের বাবার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে সময়ের সঙ্গে তাল মেলালে এ কথাটি উল্লেখ করেন , ইনডাইকরেলি তাকে তৃণমূল করার হুঁশিয়ারি দিলেন। মাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারের জমি জায়গা জোর পূর্বে কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা অব্যাহত থাকবে, অথচ তাকে মুখ বুজে সহ্য করতে হবে সে কথাই উল্লেখ করলেন। সেটা যদি করতে না পারে তাহলে মিথ্যা মামলায় জেলে ভরবে সেকথাও সাংবাদিকদের দ্বারাই হুমকি দিলেন সম্পাদক কে। তবে সম্পাদক এ কথাগুলো শুনে একবার বিচলিত নয়। জানাই হুমকি চুমকি যাই দিকটা কেন সত্যের জয় আমি দেখতে চাই। আমার জীবন থাকতে আমার পরিবারের জমি কেড়ে নেবে আমি এটা হতে দেব না। আমাকে খুন করার পরিকল্পনা করছে সেটা আমি কেন অনেকেই জানে, সেটা পারছে না বলেই আমাকে মিথ্যা মামলা দেবে সে চেষ্টা চালাচ্ছে। আমার সহ আমার পরিবারের কণ্ঠকে রোধ করতে চাইছে। তবে কুড়িটা বছর পারিনি ভবিষ্যতে পারবে কিনা সেটা ভবিষ্যতেই বলবে। তবে এসব ঘটনা সংবাদমাধ্যমের সবাই জেনেও যেন রহস্য দেখছে, একশ্রেণীর সংবাদমাধ্যমরা। একথা বলতে গেলে বলতেই হয় মৃত্যুঞ্জয় বাবুর

দীর্ঘ কুড়ি বছর চলে গেল লেখালেখির জগৎ নিয়ে ,সেই থেকে নিরাপত্তার অভাবে দিনের পর দিন বেড়েই চলেছিল সম্পাদক পরিবারে। তখন থেকে পরিকল্পনা করেছে এক শ্রেণীর নেতারা সাংবাদিক লেখক সম্পাদক ও চলচ্চিত্র জগতে পরিচালক ও অভিনেতা মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে যেকোনোভাবে মেরে দেওয়ার কৌশল অভ্যতা। চলতি পথে রাস্তাঘাটে যে কোনভাবে বিষক্রিয়া, বাড়ির মধ্যে কৌশল করে যে কোন ভাবে পানীয় জল বা খাদ্যের মধ্যে বিষক্রিয়া অথবা গাড়ি চাপা দিয়ে খুন করা। অথবা রাতের অন্ধকারে বাড়ির মধ্যে ঢুকে মেরে দেওয়ার পরিকল্পনা যেন অব্যাহত, প্রায় রাতে মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ির ভিতরে লোক চলে আসে তা নিয়ে ভয়ে ভয়ে থাকে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবার। কেন বা একটা পরিবারের উপরে এভাবে কুড়িটা বছর অত্যাচার, অন্যায়, খুনের পরিকল্পনা জমি কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা অব্যাহত রইল অথচ লোকাল প্রশাসন প্রথম থেকে নির্বাক কেন? উপমহলের একশ্রেণীর প্রশাসন মৃত্যুঞ্জয় বাবুকে কোনরকম সাহায্য করছে বলে কুড়িটা বছর ওর পরিবারসহ এখনো জীবিত রয়েছে তেমনি জানিয়েছেন সরদার পরিবার। সরকার যাবে সরকার আসবে পরিবর্তন হলেও অত্যাচারের নমুনা কমে না তার উদাহরণ সাংবাদিক ,সম্পাদক, অভিনেতা মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারের সবাই। অত্যাচার অব্যাহত আছে তার উদাহরণ মৃত্যুঞ্জয় পরিবারে সবাই মুখে মুখে প্রকাশ পায়। তার ঘরবাড়ি ভগ্ন ভয়ংকর দুর্দশায় ভরা, জমি জায়গা আছে কিন্তু মাথা গোজার যে ঘরবাড়ি ভগ্ন দশা হয়ে রয়েছে। তার পরিবারের রুটি রোজগারেও বারবার আঘাত হানছে, তার তিনটি দৈনিক সংবাদপত্র বন্ধ করা পরিকল্পনায় বহুবার বহু ক্ষেত্রেই করেছে। এই পরিবারের উপরে কোন সরকারের নজর আজও নেই, তা না হলে এই পরিবার এত দুঃখ দুর্দশা অত্যাচার এবং ভগ্ন বাড়িতে থাকতে হত না। বামফ্রন্টের আমল থেকে এই পরিবার নিরাপত্তার অভাবে ভুগছে, আজও তারা নিরাপত্তাহীনতায় তাদেরকে কোন সরকারই নিরাপত্তা দেয়নি,কেন্দ্র বা রাজ্য। এলাকার সাধারণ মানুষের কাছে দিনের আলোর মতো স্বচ্ছ মৃত্যুঞ্জয় সরদার রাজনৈতিক ছত্র ছায়ায় থাকে না বলে এই পরিস্থিতি। এই পরিবার আগামী দিনে হয়তো এমনই ভাবে নৃশংসভাবে হত্যা হয়ে যাবে অথচ প্রশাসনের নির্বাক থাকবে। কৌশল করে যে কোনভাবে যদি মেরে দেয় প্রশাসন সেটা হয়তো আত্মরক্ষা বা সাধারণ মৃত্যু বলে চালিয়ে দেবে। কেনই বা কুড়িটা বছর ধরে এই পরিবারের উপরে এমনই অমানবিক অত্যাচার ও নিরাপত্তাহীনতায় থাকতে হবে বর্তমান ডিজিটাল যুগে। সে কারণে বলতেই হয়

দুর্নীতি হবে ,জোরপূর্বক জমি কেড়ে নেয়া হবে, জমি মাফিয়া দের উৎপাত বাড়বে রাজনৈতিক নেতাদের হাত ধরে তবুও প্রতিবাদ করা যাবে না। এমনই পরিস্থিতি সম্মুখীন হতে হচ্ছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবার সহ মৃত্যুঞ্জয়বাবুকে। প্রশাসন কে জানিও কোন ভাবে সুরাও বা নিরাপত্তা মেলে না এই পরিবারে, কেন্দ্রীয় সরকার তো নিরাপত্তা বিষয়ে একবারই ও খোঁজখবর নেন না, অন্যদিকে রাজ্য সরকারের তেমনি কোন ভূমিকা দেখা মিলছে না। প্রশ্ন হল সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমি জায়গাগুলো জোরপূর্বক কেড়ে কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা প্রতিবাদ করাতে খুন হতে পারে তিনটি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। এ প্রশ্নের জবাব নেই কারোর কাছে, তবে মৃত্যুঞ্জয়বাবু খুন হওয়ার পরিকল্পনা অব্যাহত রয়েছে, তা বিভিন্ন সূত্র মারফতে জানা যায়।

সম্পাদক পরিবারের যে জমিগুলো কেড়ে নিতে চাইছে সেগুলো সরকারি প্রকল্প নিজে গৃহ ,নিজে ভূমি দেখিয়েছে জনগণের নামে সরকারিভাবে। আর সেই সব টাকাগুলো দুর্নীতি হয়েছে তেমনি জানা যাচ্ছে বিভিন্ন মারফতে। প্রায় সরকারি তিন কোটি টাকা দুর্নীতি কবলে পড়েছে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা, সরদার পরিবারের জমি দেখিয়ে সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে। এই দুর্নীতি সামনে আসতে হতবঙ্গ পুলিশ প্রশাস। সেই কারণেই অনেকে বলছে

যত দিন যাচ্ছে ততই যেন এক একটা করে দুর্নীতির মোর নিচ্ছে, এতদিন শোনা যেত গ্রামবাংলায় জোরপূর্বক বিরোধীদলের কর্মীদের জমি কেড়ে নেয়া হতো। এখন ঠিক তার উল্টো পুরাণ চলছে এর থেকে বাদ পড়েনি সংবাদ মাধ্যমে জড়িয়ে থাকা তিন তিনটি দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারও। লোকাল প্রশাসন যতই ধামাচাকা দেওয়ার চেষ্টা করুক না কেন, পুলিশের কাছে স্পষ্ট হয়েছে মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমি জায়গাগুলো জোরপূর্বক কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা অব্যাহত। জমি জায়গার জন্য একদিন হয়তো মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে যে কোন কৌশলে মেরে দিতে পারে রাজনৈতিক নেতাদের সহযোগিতায় এক শ্রেণীর দুষ্কৃতীরা। ছোট্ট একটি উদাহরণ তুলে কথা বলি, সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমিগুলো তার পূর্বপুরুষের,যেমন ক্যানিং মহকুমা দু'নম্বর ব্লকের আঠারবাকি অঞ্চলের হেদিয়াবাদ মৌজা জিএল নাম্বার ৬৭,দাগ নম্বর ১০৭৩,১২৬৬,১২৬৫/১২৬৯ জমিগুলো সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারের। এই দাগের জমিগুলো কেড়ে নেবে বলে প্রায় ১০০ জন লোকের নিজের গৃহ নিজ ভূমি পাট্টা দিয়ে দেয় সাধারণ মানুষের নামে , সেখানে নেতা পরিবারে সবচেয়ে বেশি নাম সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় বাবুর জমি জায়গার মধ্যে। নিজ গৃহ নিজে ভূমি প্রকল্পের অনেকেই ঘরও পায়নি জমিও পায়নি অথচ কোটি কোটি টাকা লোপাট হয়েছে তেমনি ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, প্রশ্ন হল সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমি কিভাবে অন্য লোকের নামে নিজ গৃহ নিজ ভূমি প্রকল্পের রেকর দেয়া হলো ক্যানিং টু বি এল আর অফিস থেকে। গতকাল সোমবার মৃত্যুঞ্জয়ের পরিবারের জমির উপরে সেই সব ব্যক্তিদের তদন্ত করার জন্য ডাকা হয়েছিল বিএলআর ও থেকে, প্রায় ৪০ জনকে নোটিশ পাঠিয়েছিলেন আর মৃত্যুঞ্জয়কে সেখানে ডাকা হয়েছিল, পরিস্থিতি উত্তেজনা থাকার কারণে মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিজে থেকে পুলিশের জানিয়েছিল। পুলিশ আসার ফলে লোকাল রাজনৈতিক নেতা ও ভূমি ও ভূমি সংস্কারের আধিকারিক দের উদ্দেশ্যটা বানচাল হয়ে যায়, এই দিনে আর তদন্ত করা হলো না। ম্যাপ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এই অজুহাত দেখিয়ে, ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের অফিসে ম্যাপ থাকে না এটা হতেই পারে না। তাহলে কি মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারের জমির উপরে যবর দখল ঘর বাঁধিয়ে দেবে বলে সময় নিলেন ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকরা। এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে মনে পড়ে যাচ্ছে, বিগত দিনের কয়েকটি মুহূর্ত সম্পাদক পরিবারের ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো। তাই বলতে চাই স্বতন্ত্র মাধ্যমকে বলা হয় সংবাদপত্র বা ডিজিটাল মিডিয়া, ইলেকট্রিক মিডিয়া সহ অন্যান্য মাধ্যমকে। আর এই স্বতন্ত্র সম্পাদনা যারা করে তারা সর্বদাই রাজনীতি থেকে মুক্ত থাকতে হয় এটাই হচ্ছে সত্য বা স্বতন্ত্রের পরিকাঠামো, সেটা আইনগতভাবে বৈধ ভাবমূর্তি ও রয়েছে। সংবাদ মাধ্যমের সম্পাদনার যা চরিত্র তা পুরোপুরি নিরপেক্ষ থাকাই দরকার, আর সেটা কুড়ি বছর ধরে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার যথাযথভাবে পালন করছে। একশ্রেণীর মূর্খ রাজনৈতিক নেতারা এই সম্পাদক পরিবারের রাজনীতি করাতে বাধ্য করছে বহু ক্ষেত্র। ২০০৭ সাল থেকে আজকের ২০২৩ সাল পর্যন্ত বারবার মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। বহুভাবে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে মেরে ফেলার চেষ্টা যেন অব্যাহত রয়েছে, সম্প্রীতি বিকালে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পিতাকে রাস্তায় আটকে হুমকিস্বরে জমি জায়গা দলিল দেখানোর কথা বলে এক নেতা, যার স্ত্রীর নামে নিজ গৃহ নিজে ভূমির রেকর্ড আছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের জমির উপরে। কয়েকজন ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে, এইভাবে জোট জুলুম করে জমি জায়গার কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা এইসব নেতাদের। সেই কারনে কী সম্পাদক পরিবারের জমি জায়গা জোরপূর্বক দখল নেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ এই জমিগুলো সম্পাদক পরিবারের দখলে আছে। জমিগুলো রেকর্ড অন্য লোকের

ক্রমশঃ

বাড়িতে ঢুকে গৃহবধূর শ্লীলতাহানির অভিযোগ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাড়িতে ঢুকে গৃহবধূর শ্লীলতাহানির অভিযোগ। কাঠগড়ায় স্থানীয় তৃণমূল নেতা। ইতিমধ্যেই পুলিশে গিয়েছেন গ্রামবাসী ও নির্যাতিতার পরিবার। অভিযোগ দায়ের হয়েছে থানায়। পলাতক অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা।এ দিকে, এই বিষয়ে অভিযুক্তদের বাড়ি গেলে দেখা যায় ঘরে তালা বন্ধ। তাঁদের বাড়িতে কেউ নেই। গ্রামবাসীদের দাবি ঘটনার পর থেকেই তাদের গ্রামে দেখা যাচ্ছে না। তবে গোটা ঘটনায় অভিযুক্তদের করা শাস্তির দাবি কড়া হচ্ছে গ্রামবাসীদের তরফে। নির্যাতিতা মহিলা বলেন, "আমার স্বামী পেশায় জেলে। মাছ ধরতে গিয়েছিলেন তিনি। তখনই ঘরে ঢুকে পড়ে ওই লোকটা। আমি শুয়েছিলাম। আমাকে জাপটে ধরে। আমি ওকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিই। তারপর দরজা খুলে পালিয়ে যায়।"ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের লাভপুর থানা এলাকায়।অভিযোগ, মঙ্গলবার ভোররাতে ওই মহিলার স্বামী মাছ ধরতে বাড়ির বাইরে যান।সেই সুযোগেই বাড়ির ভিতরে ঢোকেন ওই তৃণমূল নেতা। মহিলার শ্লীলতাহানি করেন। অভিযোগ শুধু তাই নয়, মেয়েদের সামনে তাঁকে ধর্ষণের চেষ্টা করেন।

এরপর নির্যাতিতার চিতকারে ছুটে আসেন আশপাশের মানুষজন। পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, লাভপুর থানায় দায়ের করতে গেলেও প্রথমে অভিযোগ নেওয়া হয়নি। পরে যদিও, থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই মামলা শুরু হয়েছে।

দুর্গাপুজোর পর কালীপুজোও তিহাড়ের

জেলেই কাটবে অনুব্রত ও সুকন্যার

নয়াদিল্লিঃ নিউজ সারাদিন : পরপর দুবছর দুর্গাপুজোর পর এবার কালীপুজো ও দীপাবলিও জেলেই কাটাতে হবে গরুপাচার মামলায় ধৃত অনুব্রত মণ্ডলকে । পাশাপাশি ২৯ নভেম্বর পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অনুব্রুতকন্যা সুকন্যা মণ্ডল, অনুব্রতর আপ্তসহায়ক সায়গল হোসেন-সহ তিহাড়ে থাকা গরুপাচার মামলায় নাম জড়ানো বাকি বন্দিদের। উল্লেখ্য, গত বছরের আগস্ট মাসে বীরভূমের তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে গরুপাচার মামলায় গ্রেপ্তার করেছিল সিবিআই। আসানসোল সিবিআই আদালতে প্রথমদিকে এই মামলা চলে। অনুব্রত মণ্ডলকে আসানসোলের সংশোধনাগারেই বন্দি ছিলেন। পরে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁকে দিল্লিতে নিয়ে যান কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা। তিহাড় জেলে আপাতত বন্দি অনুব্রত মণ্ডল। তাঁকে গ্রেপ্তার করে ইডিও। মঙ্গলবার দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ কোর্টে ছিল গরুপাচার মামলার শুনানি। শুনানির ঠিক আগে তৃণমূলের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা অনুব্রত তাঁর আইনজীবীদের জানান, যে তাঁর ডান পায়ে ব্যথা। পা ক্রমশ সরু হয়ে যাচ্ছে। আগের মতো এদিনও যে কারণে হুইলচেয়ারেই আদালতে পৌঁছান তিনি। কোর্ট রুমে হিসাবরক্ষক , বোলপুরের বাসিন্দা মণীশ কোঠারির সঙ্গে কথা বলতে চান অনুব্রত। কিন্তু নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে এসে অনুব্রতর সঙ্গে কথা বলতে অস্বীকার করেন সদ্য জামিন প্রাপ্ত মণীশ।

এদিকে জেলে হাতে আঘাত পেয়েছেন সায়গল হোসেন। হাতে ব্যান্ডেজ করে কোর্ট রুমে এসেছিলেন তিনি। তবে এবারও নির্দেশ তাঁদের পক্ষে গেল না। ২৯ নভেম্বর পর্যন্ত গারদের ওপারেই থাকতে হবে অনুব্রুত, সুকন্যা এবং সায়গল হোসেনকে।

ধর্ষণের ভুয়ো মামলা করতে

গরিব 'সুন্দরী' মেয়েদের দেওয়া হত টাকা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : একের পর এক ভুয়ো ধর্ষণের ঘটনা। বলা ভালো পুলিসি ততপরতায় সামনে এল ভুয়ো ধর্ষণ মামলা চক্র। সুন্দরী গরিব মেয়েদের টাকার প্রলোভন দেখিয়ে দিনের পর দিন মিথ্যা ধর্ষণ মামলায় ফাঁসিয়ে লোকের কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করত একটি চক্র। পর্দাফাঁস করল গোয়া পুলিস। সেই ঘটনায় মোট চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিসের ধারণা গোয়া, গুজরাতের পাশাপাশি অন্যান্য রাজ্যেও এই চক্র ছড়িয়ে পড়তে পারে বলে পুলিসের ধারণা। তাই আপাতত এ ধরণের কোনও বিষয়ে সন্দেহ হলেই সজাগ থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন তারা।গোয়া পুলিশের স্পেশাল ক্রাইম ব্র্যাঞ্চের তরফে জানানো হয়েছে, এসকর্ট সার্ভিস প্রদানের অছিলায় অনলাইনে 'ক্লায়েন্ট'-দের সঙ্গে যোগাযোগ করত মহিলারা। তারপর ওই 'ক্লায়েন্ট'-দের সঙ্গে গোয়ায় যেত। তাঁদের সঙ্গে হোটেলে থাকত। পরদিন বড় অঙ্কের টাকার দাবি করত। সেই টাকা না দিলে ভুয়ো ধর্ষণের মামলা দায়েরের হুমকি দিত। যাঁরা টাকা দিতেন না, তাঁদের বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলাও দায়ের করত।

সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতে সম্প্রতি গুজরাটের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ওই ঘটনায় অভিযোগ উঠেছিল যে গোয়ার একটি হোটেলে ২৩ বছরের তরুণীকে ধর্ষণ করেছেন ওই ব্যক্তি। অপর একটি ঘটনায় মহারাষ্ট্রের এক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করেছিল পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিল এক তরুণী। ওই তরুণীর বয়ানও রেকর্ড করা হয়েছিল। পরবর্তীতে যখন অভিযোগপত্রে স্বাক্ষর নিতে চায় পুলিশ, তখন তরুণী মামলা দায়ের করতে রাজি হয়নি।গোয়া পুলিশের ডেপুট ইনস্পেক্টর জেনারেল (ডিআইজি) তথা স্পেশাল ক্রাইম ব্র্যাঞ্চের বিশেষ দলের নজরদারির দায়িত্বে থাকা আসলাম খান জানিয়েছেন, ওই আন্তঃরাজ্য চক্রের হদিশ পেয়েছে পুলিশ। সেই চক্রের মাধ্যমে 'ভালো দেখতে' গরিব পরিবারের মেয়েদের চিহ্নিত করা হত। ধর্ষণের ভুয়ো মামলা দায়ের করতে তাদের টাকা দেওয়া হত। গোয়া পুলিশের ডেপুট ইনস্পেক্টর জেনারেল বলেন, 'তরুণীরা বুঝতে পারে যে এই চক্রের মাধ্যমে সহজেই টাকা কামানো যাবে, তখন তারাও ওই চক্র ছাড়তে চাইত না। আর এটা ভয়ংকর চক্র। কেউ একবার ঢুকে পড়লে, সেখান থেকে বেরোতে পারত না।'

১-ম পাতার পর

বিএনপির অবরোধ শুরু হতেই মৃত্যু, পুলিশের গুলিতে নিহত ২

আড়াই হাজারে ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক অবরোধের সময় বিএনপির নেতা-কর্মীরা পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়েছে। তখন যুবলিগের কর্মীরা ঘটনাস্থলে এলে তাঁদেরও তাড়া করেন বিএনপির কর্মীরা। এলাকা নিমেষে রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। সংঘর্ষে পাঁচ পুলিশ সদস্য, বিএনপির অর্ধশতাধিক নেতা-কর্মী ও যুবলিগের কয়েকজন নেতা-কর্মী জখম হন। আহতদের মধ্যে নুরুল হক নামে এক পুলিশ সদস্যের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বিএনপির মিছিলটি মহাসড়কে কিছুক্ষণ অবস্থান করার পর পুলিশ বাধা দিলে উভয়পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। এসময় বিএনপির নেতা-কর্মীরা ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করলে পুলিশ টিয়াস গ্যাস ও গুলি ছোঁড়ে। এক পর্যায়ে পুলিশ সদস্যদের ঘিরে ফেলে বিএনপির নেতাকর্মীরা। এসময় তুমুল সংঘর্ষ হয় দুপক্ষের মধ্যে। সংঘর্ষ চলাকালে পাঁচটি বাস ভাঙচুর করে বিএনপির নেতা-কর্মীরা। বিএনপির কেন্দ্রীয় সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক নজরুল ইসলাম আজাদ বলেন, 'আমাদের অর্ধশতাধিক নেতা-কর্মী পুলিশ ও আওয়ামি লিগের হামলায় জখম হয়েছেন।'গত ২৮ অক্টোবরে বিএনপির মহাসমাবেশে হামলা, নেতা-কর্মীদের হত্যা,মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগির-সহ আন্দোলনরত দলের সহস্রাধিক নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার, হয়রানি ও নির্যাতনের প্রতিবাদে এবং দাবি আদায়ের লক্ষে সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সড়ক, রেল ও নৌপথে সর্বাত্মক অবরোধ কর্মসূচির ঘোষণা করে বিএনপি। বিএনপি ও সমমনস্ক রাজনৈতিক দলগুলির কর্মসূচির সঙ্গে মিল রেখে ৭২ ঘণ্টার অবরোধ ঘোষণা করেছে মিত্র ইনলামপন্থীদল জামাতে ইসলামিও। অপরদিকে আগামী ২৮ ডিসেম্বর বিএনপির মহাসমাবেশের প্রতিবাদে আওয়ামি লিগের শান্তি সমাবেশের মতো ৩১ অক্টোবর, ১ ও ২ নভেম্বর টানা তিনদিন ফের শান্তি সমাবেশের কর্মসূচি পালন করছে শাসকদলও।

১-ম পাতার পর

মমতার প্রকল্পের কার্বন কপি গেহলট-রাজ্যে

সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা। দুটি প্রকল্পেরই সুবিধা মিলবে সরকারি-বেসরকারি উভয় হাসপাতালে। ৩) স্কুলে ভালো ফল করলেই ল্যাপটপ। এমনকী, শীর্ষস্থানাধিকারীদের দেওয়া হচ্ছে স্কুটিও। ৪) নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের দেওয়া হচ্ছে মোবাইল। ৫) বিধবা পেনশন এক লপ্তে বাড়িয়ে মাসে ১ হাজার টাকা। ৬) যারা বিশেষভাবে সক্ষম তাদের মাসে এককালীন ১ হাজার টাকা অনুদান। ৭) হাসপাতালে ওষুধ মিলছে বিনামূল্যে। ৮) কৃষকদের ২ লক্ষ টাকা কৃষিঋণ মাফ। ৯) সরকারি স্কুলে পোশাক, জুতো, বই-খাতা দেওয়া হচ্ছে বিনামূল্যে। ১০) বাসের টিকিটে মহিলাদের ৫০ শতাংশ কনসেশন। ১১) কৃষকদের বিমামূল্যে বীজ বিতরণ ও চাষের জমিতে তারের বেড়া দিতে এককালীন ৪০ হাজার টাকা। ১২) পশুপালনেও এককালীন ৪০ হাজার টাকা।

এতদূর পড়ার পর আপনার কী মনে হচ্ছে? নিশ্চিতভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা মনে পড়তে বাধ্য। কারণ তাঁর প্রকল্প নিয়েই দেশ জুড়ে আলোচনা এমনকী, বিতর্কও। প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলার কংগ্রেস নেতারা কি রাজস্থান রাজ্যটির খবর রাখেন না। বাংলায় দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকল্পের নিন্দায় মাতবেন। আর তাদের পরিচালিত রাজ্য সরকার বাংলাকে অন্ধভাবে অনুকরণ করে যাবে, এই নির্লজ্জতা একসঙ্গে চলতে পারে না। দ্বিচারিতার সীমা থাকা উচিত।

১-ম পাতার পর

জোত্যিপ্রিয়র কোম্পানির ফার্মে ডামি পার্টনার কেন?

জোত্যিপ্রিয়র নির্দেশে যে দু'টি কোম্পানি বাঁকুড়ায় ছিল, সেখানে ডামি পার্টনার রাখা হয়েছিল। যাতে পুরো কোম্পানি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন জোত্যিপ্রিয়। এই কোম্পানিতে ব্যাবসায়িক কোনও কাজ হত না, ইডির দাবী।

প্রসঙ্গত, জোত্যিপ্রিয়র বিপুল সম্পত্তির পর এ বার লকারের গয়না ও মূল্যবান সম্পত্তির উপর নজর ইডির। জোত্যিপ্রিয় মল্লিকের স্ত্রী ও কন্যার নামে দু'টি লকারের চাবি বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি। দু'টি লকার সল্টলেকে। প্রিয়দর্শীনি মল্লিক ও মণিদীপা মল্লিকের নাম দু'টি লকার রয়েছে। দু'টি লকারের মধ্যে একটি সরকারি ব্যাঙ্কের এবং অপরটি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কের লকার। এই দু'টি লকারে কত গয়না বা মূল্যবান জিনিস আছে, তার পরিমাণ কত? সে সব খতিয়ে দেখবে ইডি। কোথা থেকে এল বিপুল গয়না? আয়ের উৎস কী? সেটিও তদন্ত করবে ইডি।ইডি সূত্রে খবর, বিপুল পরিমাণ নামে ও বেনামে সম্পত্তি রয়েছে প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জোত্যিপ্রিয় মল্লিকের। বাকিবুরের ২০ কোটি ২৪ লক্ষ ১৬ হাজার ১৯৪ টাকা জোত্যিপ্রিয় মল্লিকের তিনটি শেল কোম্পানির মাধ্যমে কালো টাকা সাদা করে ও আরও দু'টি বাঁকুড়ার কোম্পানিতে বা ফার্মে যায় । এই দু'টি কোম্পানির পার্টনারশিপে ছিলেন সিপি জেনা। এ ছাড়া শান্তনু ভট্টাচার্য্য, জোত্যিপ্রিয়র সিএ, তিনিও কোম্পানি বিষয় দেখতেন। বাঁশদ্রোণী ও রানীকুঠিতে এই দু'জনের বাড়িতে সাম্প্রতি ইডি অভিযান চালায়। এই দুই কোম্পানিতে ডামি পার্টনার ছিলেন।

স্বচ্ছ সমুদ্রতট: পর্যটক আকর্ষণের মূল বিষয়

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : ভারতের শহর এলাকার সমুদ্রতটগুলি সারা বছর জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। বিশাখাপত্তনম, মুম্বাই, চেন্নাই, গোয়া, কেরল, ওডিশার মতো উপকূল এলাকাগুলি সমগ্র বিশ্বের পর্যটকদের কাছে অন্যতম আকর্ষণ কেন্দ্র। এই সমুদ্রতটগুলিতে পর্যটকদের আনাগোণা উপকূল এলাকার বহু মানুষের আয়ের উৎস হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, স্থানীয় অর্থনীতিকে উজ্জীবিত করতে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলে সমুদ্রতটগুলি নানা সমস্যার সম্মুখীন। এর মধ্যে রয়েছে- দূষণ বা পর্যটনের মরশুমে অত্যাধিক জনসংখ্যার মতো বিষয়গুলি। উপকূল এলাকার বাস্তুতন্ত্রে যা বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। এই সমস্যার জন্য স্থানীয় সংস্থাগুলি ক্রমাগত সচেতন হয়ে উঠছে। সমুদ্রতটগুলিকে স্বচ্ছ রাখার জন্য প্রাতঃভ্রমণ বা দৈনন্দিন শরীরচর্চার স্থান হিসেবে সমুদ্রতটগুলিকে বর্তমানে বেছে নেওয়া হচ্ছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সমুদ্রতটের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। নিয়মিত সমুদ্রতট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি সংস্কার কাজও চলছে। এছাড়া, জনগণের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে নানা ধরনের প্রচার কর্মসূচিও গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রাকৃতিক সম্পদ ও সামুদ্রিক প্রাণী রক্ষায় মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে গ্রহণ করা হচ্ছে নানা ধরনের পদক্ষেপ। স্বচ্ছ ভারত মিশন নগরায়নের আওতায় এই কর্মসূচিগুলি গৃহীত হচ্ছে। স্বচ্ছ, নিরাপদ ও পরিবেশ-বান্ধব সমুদ্রতট গড়ে তুলতে ভারতে ১২টি ব্লু ফ্ল্যাগ সমুদ্রতট তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে ওডিশার গোল্ডেন বীচ, গুজরাটের শিবরাজপুর বীচ, কেরলের কপ্পর বীচ, দিউ এর ঘোঘলা বীচ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের রাধানগর বীচ, কর্ণাটকের কাশারগড় ও পদুবিদ্রি বীচ, অন্ধ্রপ্রদেশের রুশিকোন্ডা বীচ, তামিলনাড়ুর কোভালাম বীচ, পণ্ডিচেরীর ইডেন বীচ এবং লাক্ষাদ্বীপের মিনিকয় থুন্ডি এবং কাগমাথ বীচ।

মুম্বাইয়ের বালুকাময় সমুদ্রতট থেকে শুরু করে ভাইজাগ, চেন্নাই ও ওডিশার সমুদ্রতটেও স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য নানারকম প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। নিয়োগ করা হয়েছে স্বেচ্ছাসেবকও। যুবা পর্যটন ক্লাব মুম্বাইতে বিনামূল্যে সমুদ্রতট পরিষ্কার ও সমুদ্র থেকে প্লাস্টিক উদ্ধারের কাজ করে। আফরোজ শাহ ফাউন্ডেশন বিভিন্ন এলাকার সমুদ্রতট পরিচ্ছন্ন করার কাজে যুক্ত। কলকাতা, চেন্নাই, কোচি, মুম্বাই, ব্যাঙ্গালোর, হায়দরাবাদের উপকূল এলাকা স্বচ্ছতা কর্মসূচিতে অংশ নেয় ভারতের পরিবেশবিদদের ফাউন্ডেশন। স্বচ্ছ সাগর কর্মসূচি সফলভাবে দেশের বহু পরিচিত সমুদ্রতটগুলি পরিচ্ছন্ন করার কাজে যুক্ত। মেশিনের সাহায্যে এখানে স্বচ্ছতা অভিযান চালানো হয়। ভাইজ্যাগে ৬টি সমুদ্রতট পরিষ্কার করার যন্ত্র রয়েছে। এগুলি পর্যটকদের জন্য পরিচ্ছন্ন সমুদ্রতট প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ১ তারিখ এক ঘন্টা একসঙ্গে কাজ করার যে আহ্বান জানিয়েছিলেন, তাতে সমগ্র দেশে ৯ লক্ষ স্থানে পরিচ্ছন্নতা অভিযান চলে। এর মধ্যে বিপুল সংখ্যক সমুদ্রতট রয়েছে। ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনীও এই স্বচ্ছতা অভিযানে অংশ নেয়। মুম্বাইয়ে প্রতায় ৪০ হাজার কিলোগ্রাম বর্জ্য সংগ্রহ করা হয়। এত দ্রুতগতিতে যদি নগরায়নের কাজ চলে, তা হলে উপকূলবর্তী শহরগুলির বর্জ্য জল সমুদ্রে মেশার আগে তা পরিশোধনের কাজ জরুরি হয়ে উঠবে। সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র রক্ষায় এবং সমুদ্রের উপর নির্ভর করে যাঁরা জীবিকা নির্বাহ করেন, তাঁদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এই পদক্ষেপ বিশেষ জরুরি হয়ে উঠবে। আগামী প্রজন্মের জন্য স্বচ্ছতা বজায় রাখা বিশেষ জরুরি। এজন্য স্থানীয় বাসিন্দা ও অন্যান্যদের আরও সচেতন হতে হবে।

লৌহ মানব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৪৮তম

জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে লক্ষ্ণৌ-এ 'ঐক্যের জন্য দৌড়' অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিং আজ লৌহ মানব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৪৮তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে লক্ষ্ণৌ-এ হিন্দুস্তান অ্যারোনেটিক্স লিমিটেড (হ্যাল) আয়োজিত 'ঐক্যের জন্য দৌড়' অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেছেন। হজরতগঞ্জে সর্দার প্যাটেলের প্রতিকৃতি থেকে দেড় কিলোমিটার দীর্ঘ দৌড়ের সূচনা হয়। এটি কে ডি সিং বাবু স্টেডিয়ামে শেষ হয়েছে। এই দৌড়ে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, জাতীয় সমর শিক্ষার্থী বাহিনীর সদস্যরা, ক্রীড়াবিদ, হ্যাল-এর কর্মীবৃন্দ সহ উৎসাহী ব্যক্তিরা অংশ নেন।

শ্রী সিং সর্দার প্যাটেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে 'রাষ্ট্রীয় একতা দিবস' উপলক্ষে উপস্থিত সকলকে শপথবাক্য পাঠ করান। তিনি বলেন, এই দিনটিতে যাঁরা দেশের স্বাধীনতা এবং দেশ গড়ার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, তাঁদের স্মরণ করা হয়। "রাষ্ট্রীয় একতা দিবস'-এ দেশের ঐক্য রক্ষার জন্য আমরা শপথ গ্রহণ করি, এদিন 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত' গড়ে তুলতে আমাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করি।" স্বাধীনতা-উত্তরকালে দেশ গড়ার কাজে সর্দার প্যাটেলের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন, তাঁর কূটনৈতিক দক্ষতার কারণে রাজন্যশাসিত রাজ্যগুলি ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তিনি ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসেস-এর ধারণাকে শক্তিশালী করে তোলেন। অথচ, এই মানুষটিকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দেওয়া হয়নি। ২০১৪ সালে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর তাঁর জন্মদিনটিকে 'রাষ্ট্রীয় একতা দিবস' হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী 'মেরা যুব ভারত অভিযান' উদ্যোগের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, দেশ গড়ার কাজে এর ফলে যুব সম্প্রদায়ের কিছু করার সুযোগ পাবেন। তিনি জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষায় সকলকে এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের আবেদন জানান। গুজরাটের কেভাডিয়ায় বিশ্বের উচ্চতম প্রতিকৃতি 'স্ট্যাচু অফ ইউনিটি' নির্মাণে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকার প্রশংসা করে শ্রী সিং বলেন, এর মধ্য দিয়ে ভারতের একতা প্রতিফলিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী যোগী আদিত্যনাথ, উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য ও শ্রী ব্রজেশ পাঠক, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ও উত্তরপ্রদেশ মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ, হ্যাল-এর চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী সি বি অনন্তকৃষ্ণান সহ সংস্থার আধিকারিক ও কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দেশজুড়ে 'রাষ্ট্রীয় একতা দিবস' উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে ১৬০টির বেশি স্থানে একতার শপথ পাঠ করা হয়। তিন বাহিনীর পাশাপাশি প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থা 'ঐক্যের জন্য দৌড়'-এর আয়োজন করে।

জাতীয় ঐক্য এবং সমৃদ্ধির সামনে

সবচেয়ে বড় বাধা হল তোষণের রাজনীতি

নতুন দিল্লি, ৩১ অক্টোবর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ রাষ্ট্রীয় একতা দিবস উদযাপন সমারোহে যোগ দেন। সর্দার প্যাটেলের জন্মবার্ষিকীতে একতা মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানান তিনি। সাক্ষী থাকেন বিএসএফ, বিভিন্ন রাজ্যের পুলিশ, সিআরপিএফ-এর মহিলা বাইক আরোহী জওয়ান, বিএসএফ-এর মহিলা পাইপ ব্যান্ড, গুজরাটের মহিলা কর্মীদের প্রদর্শিত কুচকাওয়াজ ও কৃৎকৌশলের। সেখানে গুজরাটের মহিলা পুলিশকর্মীদের বিশেষ অনুষ্ঠান, ভারতীয় বায়ুসেনার ফ্লাইপাস্ট, এনসিসি-র বিশেষ কুচকাওয়াজেরও ব্যবস্থা ছিল। ফ্লাইপাস্টে সামিল হয় ভারতীয় বায়ুসেনার বিমান। তুলে ধরা হয় সমৃদ্ধ গ্রামীণ চালচিত্র সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতের বিকাশের নানা দিক।

সমারোহে প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাষ্ট্রীয় একতা দিবস ভারতের যুবসমাজ এবং যোদ্ধাদের শক্তিকে তুলে ধরে। বিভিন্ন ভাষা-ভাষীর দেশ ভারতে প্রতিটি নাগরিক একই যোগসূত্রে বাঁধা। লালকেল্লায় ১৫ অগাস্ট, কর্তব্য পথ-এ ২৬ জানুয়ারি এবং একতা মূর্তির পাদদেশে একতা দিবস জাতীয় ঐক্য ও সমৃদ্ধির ত্রয়ী উদযাপন হয়ে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, একতা নগরে যাঁরা আসেন তাঁরা শুধুমাত্র একতা মূর্তিই নয়, সর্দার প্যাটেলের জীবন এবং জাতীয় ঐক্যের লক্ষ্যে তাঁর আবদান সম্পর্কেও একটা ছবি পেয়ে যান। একতা মূর্তি এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারতের সার্থক প্রতিফলন। একতা প্রাচীর নির্মাণের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মাটি। দেশজুড়ে নাগরিকরা একতা দিবসে সামিল হন 'ঐক্যের জন্য দৌড়'-এ। ১৪০ কোটি ভারতবাসীর এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়া সর্দার সাহেবের আদর্শকে তুলে ধরে।

আগামী ২৫ বছর সময়কালের মধ্যে ভারত উন্নত দেশের তালিকাভুক্ত হতে চলেছে এবং এই অধ্যায় দেশের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রধানমন্ত্রী মনে করিয়ে দেন। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র অর্থনীতি, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, ক্রীড়া, প্রতিরক্ষা-প্রতিটি ক্ষেত্রে সাফল্যের সোপান বেয়ে যেভাবে এগিয়ে চলেছে তা আমাদের গর্বিত করে বলে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন।

দাসত্বের মনোভাব ছেড়ে এগিয়ে চলার শপথের বিষয়টি উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশ বিকশিত হচ্ছে নিজের ঐতিহ্যকে সঙ্গে নিয়ে। নৌবাহিনীর পতাকা থেকে ঔপনিবেশিক চিহ্ন মুছে ফেলা, ওই অধ্যায়ের অপ্রয়োজনীয় আইনগুলি বাতিল করা, ভারতীয় দন্ডবিধির বিলোপ এবং নতুন দিল্লির ইন্ডিয়া গেটে নেতাজীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা সেই ভাবনারই প্রতিফলন বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

কাশ্মীর এবং দেশের বাকি অংশের মধ্যে একটি প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সংবিধানের ৩৭০ ধারা বিলোপ সর্দার প্যাটেলের আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির বিষয়টিই এখন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের জায়গায় এসেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আগের জমানায় কাজ ফেলে রাখা একটা প্রবণতা তৈরি হয়েছিল। বর্তমানে ছবিটা পাল্টেছে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ৫-৬ দশক ধরে সর্দার সরোবর বাঁধ প্রকল্প থমকে ছিল। বিগত কয়েক বছরের মধ্যে এই কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কেভাডিয়ার একতা নগরে পরিবর্তিত হওয়া সংকল্প থেকে সাফল্যের এক উদাহরণ। আজ একতা নগর সারা বিশ্বে পরিবেশবান্ধব শহর হিসেবে স্বীকৃত বলে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন। এখানে কেবলমাত্র গত ৬ মাসেই দেড় লক্ষ গাছের চারা রোপন হয়েছে বলে তিনি জানান। ওই অঞ্চলে সৌরশক্তি উৎপাদনের দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং গ্যাস বিতরণ পরিষেবার প্রসঙ্গও তিনি তুলে ধরেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজই একতা নগরে যাতায়াতের জন্য একটি হেরিটেজ ট্রেন চালু হচ্ছে। গত ৫ বছরে এখানে এসেছেন দেড় কোটিরও বেশি পর্যটক-যা স্থানীয় আদিবাসী মানুষজনের কর্মসংস্থানের সহায়ক হয়ে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ভারত যে ভাবে প্রত্যয়ের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে তা এখন সারা বিশ্বের সামনে উদাহরণ। কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে সাবধান থাকতে হবে। বিশ্বে বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার বিষয়টি তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বহু দেশের অর্থনীতি কোভিড অতিমারীর পর মুখ থুবড়ে পড়েছে - সেখানে মুদ্রাস্ফীতি এবং বেকারত্বের হার পৌঁছে গেছে ৩০-৪০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরে। এই পরিস্থিতিতেও ভারত এগিয়ে চলেছে নিজস্ব ছন্দে। গত ৯ বছরে সরকার যেসব নীতি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তার সুফল মিলছে এখন। বিগত ৫ বছরের মধ্যে দারিদ্রসীমার ওপরে এসেছেন ১৩.৫ কোটি ভারতবাসী। নাগরিকদের কাছে দেশে সুস্থিতি রক্ষায় যত্নবান থাকার আবেদন রেখে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের উন্নয়নে ১৪০ কোটি নাগরিকের প্রচেষ্টা বিফল হতে দেওয়া যায় না। ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য পূরণে এগিয়ে যেতে হবে ভারতকে। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার প্রশ্নে লৌহমানব সর্দার সাহেবের অবিচলিত প্রয়াসের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী যেসব শক্তি আগে বহাল তবিয়তে কাজ করে চলছিল, গত ৯ বছরে তাদের প্রতিরোধের লক্ষ্যে একের পর এক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। দেশের ঐক্য রক্ষায় সজাগ থাকতে হবে সকলকে। সমৃদ্ধির যাত্রায় তোষণের রাজনীতি সবচেয়ে বড় বাধা বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। দশকের পর দশর ধরে যাঁরা ওই ধরণের রাজনীতি করেছেন তাঁরা সন্ত্রসবাদের বিপদ সম্পর্কে কার্যত অন্ধ এবং মানবতার শত্রুদের হাতই শক্ত করেছেন বলে প্রধানমন্ত্রী মনে করেন। আসন্ন নির্বাচন পর্বের প্রসঙ্গও উঠে আসে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে। তিনি বলেন, ইতিবাচক রাজনীতির প্রতি অনীহ এবং দেশ বিরোধী কার্যকলাপে প্রশ্রয়দাতাদের বিষয়ে সাবধান থাকতে হবে। ক্ষমতার সবটুকু উজাড় করে কাজ করলেই তবেই গড়ে তোলা যাবে আগামী প্রজন্মের জন্য উন্নততর ভবিষ্যৎ। সর্দার প্যাটেলের ওপর মাইগভ-এ জাতীয় স্তরে একটি প্রতিযোগিতার কথাও প্রধানমন্ত্রী জানান।

ভাষণের শেষ পর্বে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজকের নতুন ভারতে প্রতিটি নাগরিক আত্মপ্রত্যয়ে পরিপূর্ণ। তা বজায় রাখতে হবে। এগিয়ে চলতে হবে ঐক্যের আদর্শকে পাথেয় করে। দেশের নাগরিকদের পক্ষ থেকে সর্দার প্যাটেলের প্রতি শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী। রাষ্ট্রীয় একতা দিবস উপলক্ষে সকলকে জানান শুভেচ্ছা।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২৯৬ সংখ্যা ০১ নভেম্বর, ২০২৩ বুধবার ১৪ কার্ত্তিক, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

আদালতে মুখ পুড়ছে রাজ্য সরকারের

সিঙ্গুরের জমি মামলায় সালিশি আদালতে বড় ধাক্কা খেয়েছে রাজ্য সরকার । সালিশি আদালত রায় দিয়েছে, জমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ বাবদ রাজ্য শিল্প উন্নয়ন নিগমকে প্রায় ৭৬৬ কোটি টাকা দিতে হবে টাটা মোটরসকে । একইসঙ্গে ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ১১ শতাংশ হারে সুদও গুণতে হবে শিল্প নিগমকে।সম্প্রতি নিম্ন আদালতের এক বিচারকের বদলি নিয়ে বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে ডাক পড়ে আইনমন্ত্রী মলয় ঘটকের। তিনি সব কাজ ছেড়ে হাজির হন আদালতে। বিচারপতির প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী জানান, তিনি অসুস্থ থাকার কারণে ওই বদলি কার্যকর করা যায়নি। দ্রুত তা কার্যকর করা হবে। আদালতের নির্দেশ ছিল, ৬ অক্টোবরের মধ্যে বদলি কার্যকর করতে হবে। সূত্রের খবর, এখনও সেই বদলির নির্দেশ বাস্তবায়িত হয়নি।এই রায়ের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার আইনি পথে যাওয়ার কথা ভাবছে। সালিশি আদালতের এই রায়ের পরই আইন দফতরের ভূমিকা নিয়ে নবান্নের অন্দরে প্রশ্ন উঠেছে। একের পর এক মামলায় রাজ্য সরকার কখনও হাইকোর্টে, কখনও সুপ্রিম কোর্টে হারছে। সব মিলিয়ে আইন দফতর প্রশ্নের মুখে পড়েছে। তৃণমূলের অন্দরের খবর, খোদ মুখ্যমন্ত্রী ওই দফতরের ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ঘনিষ্ঠ মহলে। তাঁর বক্তব্য, আইন দফতের ব্যর্থতার জন্যই বারবার আদালতে মুখ পুড়ছে সরকারের।

রাজ্যের একাধিক মামলায় ভিনরাজ্য থেকে নামকরা আইনজীবী আনতে হচ্ছে বড় অঙ্কের ফি দিয়ে। আইনজীবী মহলে প্রশ্ন উঠেছে, আইন দফতর শৈথিল্য দেখাচ্ছে বলেই কি আদালতে গিয়ে মুখ পোড়াতে হচ্ছে রাজ্য সরকারকে।

আইনজীবীরা একাধিক উদাহরণ তুলে ধরছেন এ ব্যাপারে। যেমন, পেগাসাস কেলেঙ্কারির তদন্ত করতে খোদ মুখ্যমন্ত্রী কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট তাতে স্থগিতাদেশ দেয়। তা এখনও বহাল রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, সরকারি কর্মীদের ডিএ মামলায় স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনালে এবং হাইকোর্টে বারবার রাজ্য সরকারের পরাজয় হয়েছে। বর্তমানে সেই মামলা সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন।

তৃতীয়ত, কেরালা স্টোরি চলচ্চিত্রে রাজ্যের নিষেধাজ্ঞায় সুপ্রিম কোর্ট স্থগিতাদেশ দিয়েছে।

চতুর্থত, রামনবমীতে হিংসার তদন্তভার হাইকোর্ট এনআইএকে দিয়েছিল। তা চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যায় রাজ্য সরকার। শীর্ষ আদালত হাইকোর্টের নির্দেশই বহাল রাখে।

পঞ্চমত, সাম্প্রতিক পঞ্চায়েত নির্বাচন কেন্দ্রিক একাধিক মামলায় হাইকোর্টের বিভিন্ন নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতে গিয়ে ব্যর্থ হয় রাজ্য সরকার। তা ছাড়া হাইকোর্ট রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার রুল জারি করেছে। এই নভেম্বরে কমিশনার রাজীব সিনহাকে আদালতে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট।

ষষ্ঠত, ২০২১ সালে ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় হাইকোর্ট জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে তদন্তের দায়িত্ব দিয়েছিল। সেই আদেশ পুনর্বিবেচনার জন্য রাজ্যের আবেদন খারিজ হয়ে যায়।

রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের অনুমতি এবং হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে খালি হাতে ফিরে আসে রাজ্য সরকার।

২০২৩ সালের এমবিবিএস মেধা তালিকার খারিজ করে দেয় হাইকোর্ট। গ্রুপ ডি চাকরিপ্রার্থীদের আবেদন সূত্রে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসের পাশ দিয়ে মিছিল করার অনুমতি দেয় হাইকোর্ট রাজ্যের আর্জি খারিজ করে। ২০১৪ সালের টেট দুর্নীতি নিয়ে জনস্বার্থ মামলা খারিজ করতে চেয়েছিল রাজ্য সরকার। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট রাজ্যের আবেদন খারিজ করে মামলা ফেরত পাঠায় হাইকোর্টে। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এখনও সুপ্রিম কোর্টে কোনও স্থগিতাদেশ পায়নি রাজ্য সরকার।

এমনিতেই নানা দুর্নীতির অভিযোগ জেরবার রাজ্যের শাসকদল। আদালতের নির্দেশেই সেই সব অভিযোগের তদন্ত করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তার উপর একের পর এক মামলায় রাজ্য সরকার আদালতে হারছে। এর জন্য আইনজীবী মহল দুষছে আইন দফতরকেই। তাঁদের মতে, দফতরের সঙ্গে আইনজীবীদের সমন্বয়ের অভাব প্রকট হয়ে উঠেছে। আদালতের কাছে ঠিক সময়ে ঠিক তথ্য তুলে ধরার ক্ষেত্রে ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। মামলার বিষয়বস্তু অনুযায়ী বিষেশজ্ঞ আইনজীবী নির্বাচন করা হচ্ছে না। এসব কারণেই মুখ পুড়ছে সরকারের।

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

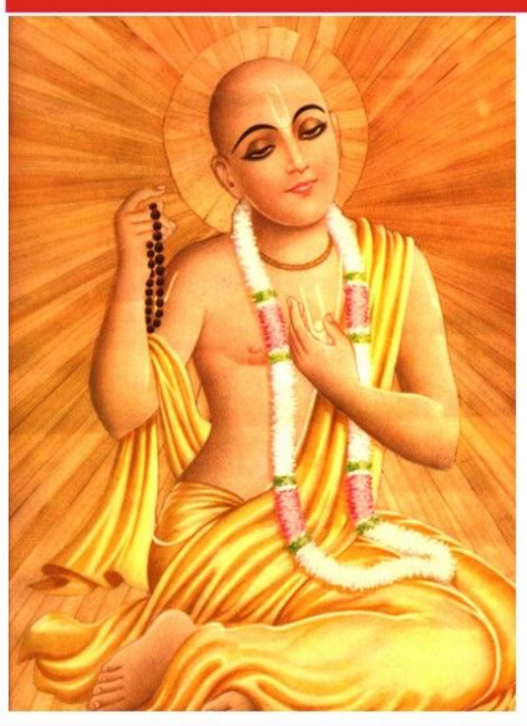

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এখন যে স্থানটিকে মায়াপুর বলা হচ্ছে সে যুগে এই স্থানটি ছিল কাজীর বাড়ির দক্ষিণে মূলত শূদ্র-পল্লি , ব্রাহ্মণ-পল্লি নয়। সুতরাং বর্তমান মায়াপুরে চৈতন্যদেবের জন্মস্থান ছিল এ কথা ভাবার পেছনে কোনও ঐতিহাসিক সত্যতা নেই। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলির আরম্ভেতে। নহিল যে নামের ব্যত্যয় কোন মতে।।"

যৈছে কলি বৃদ্ধ, তৈছে নামের ব্যত্যয়। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আজকের এই মিথ্যার যুগে বিদ্যাসাগর কতটা প্রাসঙ্গিক?

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

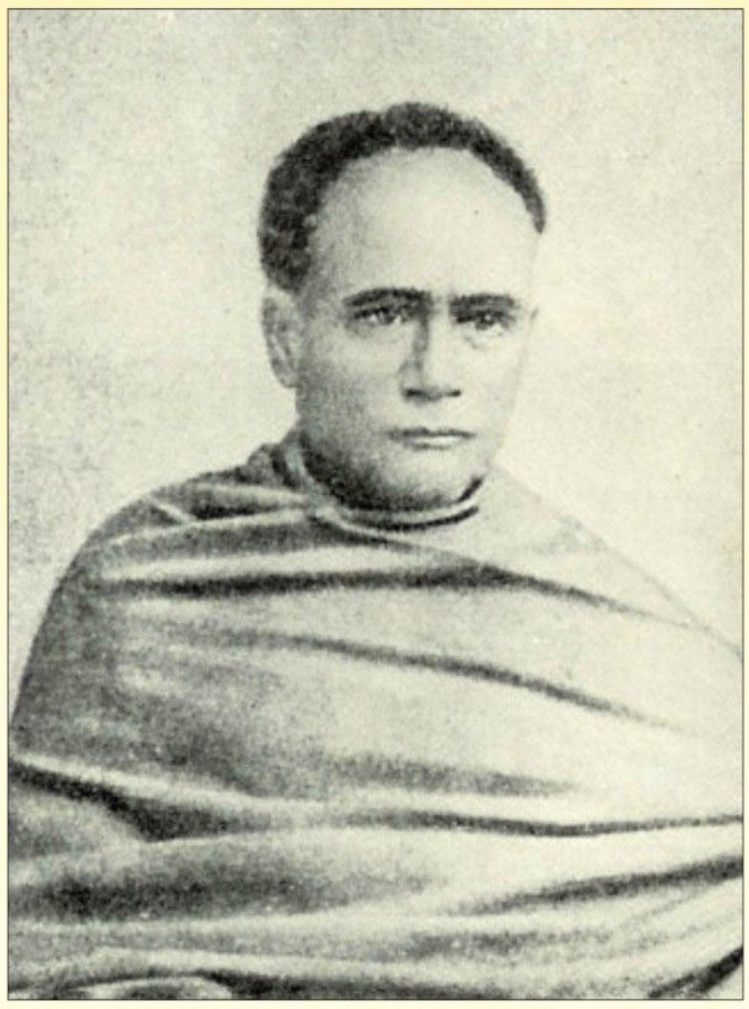

সৎকর্ম। এ জন্মে যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোনও সৎকর্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই।" এক দিক থেকে তাঁর মহান পূর্বসূরি রামমোহন তাঁর জন্যে এক সমস্যা সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন। সতীদাহ প্রথার বিরোধিতা করতে গিয়ে রামমোহন শাস্ত্রের ভিত্তিতে বিধবার সতীত্বের গুণগান করেছিলেন। বিধবাবিবাহের পক্ষে সওয়াল করতে বিদ্যাসাগরকে ১৮৫৫ সালে পরাশর সংহিতার আশ্রয় নিতে হয়। তাঁর এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'সংস্কৃতশ্লোক ও বাংলা গালি মিশ্রিত এক তুমুল কলকোলাহল উত্থিত' হয়েছিল।যাক আজকের দিনে এসব কথা, বিদ্যাসাগরের শিক্ষাজীবন ও তার শেষ জীবনের কথা বলে আমি আমার লেখাটি শেষ করতে চাই।

শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশ করা। বর্ণপরিচয় (১৮৫১) প্রকাশের আগ পর্যন্ত প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্যে এ রকমের কোনো আদর্শ পাঠ্যপুস্তক ছিল না। তাঁর বর্ণপরিচয়ের মান এতো উন্নত ছিল যে, প্রকাশের পর থেকে অর্ধশতাব্দী পর্যন্ত এই গ্রন্থ বঙ্গদেশের সবার জন্যে পাঠ্য ছিলো। দেড়শো বছর পরেও এখনও এ গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। বর্ণপরিচয়ের মতো সমান সাফল্য লাভ করেছিল বোধোদয় (১৮৫১), কথামালা (১৮৫৬), চরিতাবলী (১৮৫৬) এবং জীবনচরিত (১৮৫৯)। সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা ও (১৮৫১) বর্ণপরিচয়ের মতো অভিনব -এর আগে বাংলা ভাষায় কোনো সংস্কৃত ব্যাকরণ ছিল না। চার খন্ডে লেখা ব্যাকরণ-কৌমুদীও (১৮৫৩-৬৩) তাঁর ব্যাকরণ রচনার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক অবদান।

তাঁর পাঠ্যপুস্তকগুলি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, তিনি কেবল লেখাপড়া শেখানোর কৌশল হিসেবে এগুলি লেখেননি, বরং ছাত্রদের নীতিবোধ উন্নত করা এবং আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদানও তাঁর লক্ষ্য ছিল। যেমন চরিতমালায় তিনি প্রাচীন ভারতের মুনি-ঋষিদের জীবনী লেখেননি, বরং ইউরোপের ষোলোজন বিখ্যাত ব্যক্তির পরিচিতি দিয়েছেন। তেমনি জীবনচরিতে তিনি কোপারনিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন এবং হার্শেলের মতো বিজ্ঞানীদের এবং উইলিয়ম জোনসের মতো পন্ডিত ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচিতি লিখেছেন। নীতিবোধেও একই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে। এতে তিনি আনুষ্ঠানিক ধর্ম এবং আচার-অনুষ্ঠানের কোনো উল্লেখ করেননি, বরং যেসব নীতিবোধ সকল মানুষের থাকা উচিত, তার কথা লিখেছেন। কথামালায় তিনি নীতিমূলক গল্প সংগ্রহ করেছেন। আর তিন খন্ড আখ্যানমঞ্জরীতে সংগ্রহ করেছেন ইউরোপ-অ্যামেরিকার (এবং চারটি আরব দেশ ও পারস্যের) সত্যিকার এবং জনপ্রিয় গল্প। এসব গল্পের শিরোনাম মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ, গুরুভক্তি, আতিথেয়তা, পরোপকার এবং সাধুতার পুরস্কার থেকেই বোঝা যায় যে, তিনি কেবল ছাত্রদের নীতিবোধ উন্নত করতে চাননি, সেই সঙ্গে চেয়েছিলেন তাদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করতে। তাঁর পাঠ্যপুস্তকগুলি দীর্ঘদিন বঙ্গদেশের সর্বত্র পাঠ্য ছিল। এগুলোর মাধ্যমে তিনি একই সঙ্গে প্রামাণ্য ভাষা ও বানান যেমন শিক্ষা দিতে পেরেছিলেন, তেমনি পেরেছিলেন নীতিবোধ উন্নত করতে।

তিনি কেবল পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে নয়, বরং তাঁর অন্যান্য রচনা দিয়েও বাংলা গদ্যের সংস্কার এবং তার মান উন্নত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পন্ডিতগণ এবং রামমোহন রায় যে বাংলা গদ্যরীতি নির্মাণ করেছিলেন, তা ছিল আড়ষ্ট, কৃত্রিম এবং কোনোমতে ভাব প্রকাশের উপযোগী। তাঁর আগেকার গদ্যে তথ্য প্রকাশের মতো শব্দাবলী ছিল কিন্তু তাতে এমন সৌন্দর্য, সাবলীলতা এবং গতির স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না, যাকে সাহিত্যিক গদ্য বলা যায় বা যা দিয়ে সাহিত্য রচনা করা যায়। ১৮৪৭ সালে বেতালপঞ্চবিংশতি প্রকাশের মাধ্যমে বিদ্যাসাগর তা পাল্টে দিলেন। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের শব্দ-সাযুজ্য আবিষ্কার, বাক্য-কাঠামো সংস্কার, কর্তা ও ক্রিয়াপদ এবং ক্রিয়া ও কর্মের মধ্যে যথাযথ অন্বয় স্থাপন করে বাংলা গদ্যকে মাধুর্য দান করেন। তাছাড়া, শ্বাস-যতি ও অর্থ-যতির সমন্বয় ঘটান এবং পাঠক যাতে তা সহজেই দেখতে পান, তার জন্যে ইংরেজি রীতির যতিচিহ্ন, বিশেষ করে কমা, ব্যবহার করেন। তাঁর আগে একমাত্র অক্ষয়কুমার দত্তই ইংরেজি যতিচিহ্ন সুষ্ঠু ভাবে ব্যবহার করেছিলেন।অবশ্য তিনি একই গদ্যরীতিতে তাঁর সব রচনা লেখেননি, তিনি পাঠ্যপুস্তক যে-রীতিতে লিখেছেন, সাহিত্য রচনা করেছেন তা থেকে ভিন্ন ভঙ্গিতে; আবার তাঁর বেনামী পুস্তকগুলির রীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন রীতিরতা পরিপূর্ণ হাস্যরস এবং ব্যঙ্গবিদ্রূপে।

তাঁর প্রথম সাহিত্যগ্রন্থ বেতালপঞ্চবিংশতিতেই বিদ্যাসাগর প্রমাণ দিয়েছেন, তিনি কেবল বেতালের গল্পগুলিকেই নতুন করে বলেছেন, অনুবাদ করেননি। গল্পগুলি বলতে গিয়ে তিনি তাদের সংস্কার এবং পরিবর্তন করেছেন এবং মূল বেতালের স্থূল রুচি ত্যাগ করে তাদের আধুনিক পাঠকদের কাছে পরিবেশনের উপযোগী করে তুলেছেন। একই কথা বলা যায় কালিদাসের রচনা অবলম্বনে রচিত শকুন্তলা (১৮৫৪) সম্পর্কে। তাছাড়া এ গ্রন্থে তিনি শকুন্তলা এবং তার দুই সখীকে রীতিমতো বাঙালি নারীর মতো করে নির্মাণ করেছেন। সীতার বনবাসের (১৮৬০) সীতাও নিতান্ত বাঙালি নারী হয়ে উঠেছেন। এমনকি তিনি যখন ভ্রান্তিবিলাস (১৮৬৯) নাম দিয়ে শেক্সপীয়রের কমেডি অব এরর্সের অনুবাদ করেছেন, তখন তাকে বাঙালি পরিবেশের উপযুক্ত করে রচনা করেছেন। তদুপরি তাঁর ভ্রান্তিবিলাস গল্প, নাটক নয়। তাঁর ভাষাভঙ্গি, সূক্ষ্ম হাস্যরস এবং শব্দের মারপ্যাঁচে এই দুটি গ্রন্থকেই অনুবাদ নয়, বরং মৌলিক গ্রন্থ বলে মনে হয়। তাঁর গদ্যে তিনি অনুপ্রাসসহ সঙ্গীতময় এবং বিষয়ের উপযোগী শব্দ ব্যবহার করেছেন। শ্বাসযতি ও অর্থযতির সমন্বয় ঘটানোর ফলে তাঁর গদ্যে এমন সৌন্দর্য এসেছে যা তাঁর পূর্ববতী লেখকরা আবিষ্কার করতে পারেননি।আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বিদ্যাসাগরের মতোন এমনই উপস্থাপনা করতে পরিবেশন করতে পারবে কিনা আমার সন্দেহ রয়েছে।তবে দু'শো বছর পরও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাঙালি মন ও মননে কী ভাবে ধরা পড়েন? অনেক নতুন প্রশ্ন ও কিছু পুরনো প্রশ্নের নতুন উত্তরের সন্ধান- আলোচ্য গ্রন্থটিতে সঙ্কলিত পনেরোটি প্রবন্ধ। নিজেকে সম্পাদকের বদলে সঙ্কলক ভাবতে 'স্বচ্ছন্দ বোধ' করলেও,বাংলার আত্মসম্মান রক্ষার জন্য বিদ্যাসাগরকে স্মরণ করা আজ বিশেষ প্রয়োজন। বাংলার শিক্ষা ও সমাজের ইতিহাসে ঈশ্বরচন্দ্র উন্মুক্ত ও উদার মননের প্রতীক। তাঁর বিদ্যা ও দয়া, কোনওটাই ভুলবার নয়।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

দীপিকা, রণবীর থাকতেই অন্য পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশা করেছি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : নতুন করে শুরু হয়েছে কফি উইথ করণ (সিজন- ৮)। তাঁরাকাদের সঙ্গে আড্ডজমানোর এ আসরের প্রধম দিনের অতিথি ছিলেন বলিউডের জনপ্রিয় জুটি দীপিকা পাড়ুকোন এবং রণবীর সিং। শো'তে এসে বোমা ফাটালেন এই দম্পতি। যেখানে নিজেদের সম্পর্ক নিয়ে নানা অজানা তথ্য ফাঁস করেছে তারা।

অনুষ্ঠানে রণবীরের সঙ্গে শুরুর দিকের সম্পর্ক নিয়ে দীপিকা বলেন, 'আমার অনেকগুলো টক্সিক, ভুল সম্পর্কের পর কিছুদিন একা থাকতে চেয়েছিলাম। আমি কারও সঙ্গে জড়াতে চাইনি। কমিটেড হতে চাইনি। জীবনের পুরো মজা উপভোগ করতে চেয়েছিলাম। কারণ সেটারই বয়স ছিল তখন। তারপরই রণবীরের সঙ্গে আলাপ হয়। কিন্তু আমরা কমিটেড ছিলাম না। মানে যতদিন না ও প্রপোজ করেছে ততদিন কমিটেড ছিলাম না।'

তিনি জানান, 'রণবীরের সঙ্গে যখন সম্পর্কে ছিল তখন অন্য পুরুষদের সঙ্গেও মেলামেশা করেছি। তবে তাদের প্রেমে পড়িনি। কারণ, মনের দিক থেকে রণবীরই আমার কাছে ছিল সব। এসবই রণবীর জানে। আমার সমস্ত অতীতকে সে মেনে নিয়েছে। এটাই তো প্রেম।'

এদিন রণবীর জানান, রামলীলা ছবি করার সময় থেকেই তাদের সম্পর্ক তৈরি হয়। এরপর মালদ্বীপে বেড়াতে গিয়ে তিনি দীপিকাকে প্রপোজ করেন। কিন্তু প্রাথমিকভাবে অভিনেত্রীর মা তাকে মেনে নেননি। এক বছর সময় লেগেছিল রণবীরের, অভিনেত্রীর মায়ের মন জিততে।

এরপর ২০১৮ সালে বিয়ে করেন এই জুটি। বিয়ের জন্য তারা উড়ে গিয়েছিলেন ইতালির লেক কোমোর এক বিলাবহুল পাঁচতারা হোটেলে। সেখানেই চার হাত এক হয় তাদের। এরপর বেশ সুখী দাম্পত্য হিসেবেই সংসার জীবন পার করছে এই দম্পতি।

দক্ষিণী সিনেমায় সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক পান তারা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : সময়ের সঙ্গে ভারতের দক্ষিণী সিনেমার দর্শকপ্রিয়তা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। মজার ব্যাপার হলো, হিন্দি সিনেমার দর্শকরাও ক্রমান্বয়ে দক্ষিণের দিকেই ঝুঁকছেন। স্বাভাবিক কারণে দক্ষিণী সিনেমার অভিনয়শিল্পীদের পারিশ্রমিকও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শুধু তারকা অভিনেতা নন, তারকা অভিনেত্রীরাও পারিশ্রমিক বাড়িয়েছেন। সম্প্রতি নয়নতারা, তৃষা কৃষ্ণান ও সামান্থা রুথ প্রভুর পারিশ্রমিক বৃদ্ধির সূচক অন্তত তেমনটাই বলছে।

গত কয়েক বছর ধরে দক্ষিণী সিনেমার সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত অভিনেত্রী নয়নতারা। কিন্তু এই তকমা কি এখনও নিজের দখলে রাখতে পেরেছেন? চলুন দেখে নেওয়া যাক কে কত টাকা পারিশ্রমিক নিয়ে থাকেন-

একাধিক ভারতীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ভারতের দক্ষিণী সিনেমার অভিনেত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিক নেওয়ার তকমা নয়নতারার দখলে ছিল। প্রতিটি সিনেমার জন্য ১০-১১ কোটি রুপি নিয়ে থাকেন তিনি। কিন্তু এ তকমা কেড়ে নিয়েছেন তৃষা কৃষ্ণান। এ অভিনেত্রীর পরবর্তী সিনেমা পরিচালনা করছেন মণি রত্নম। এ সিনেমার জন্য ১২ কোটি রুপি পারিশ্রমিক নিয়েছেন তৃষা।

বলিউডে অনেক বড় সংখ্যক দর্শক রয়েছে নয়নতারার। তিনি এখন প্রতি সিনেমার জন্য ১২-১৩ কোটি রুপি পারিশ্রমিক নিচ্ছেন। আর নয়নতারার এই চাহিদা নির্মাতারাও পূরণ করছেন।

দক্ষিণী সিনেমার আরেক জনপ্রিয় অভিনেত্রী সামান্থা রুথ প্রভু। তার পরবর্তী ওয়েব সিরিজ 'সিটাডেল'। জানা যায়, এ সিরিজের জন্য ১০ কোটি রুপি পারিশ্রমিক নিয়েছেন তিনি। এদিক থেকে নয়নতারা ও তৃষার পরের অবস্থানই সামান্থার।

প্রকাশ্যে আমাকে নগ্ন করা হয়, বললেন শিল্পার স্বামী রাজ

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : পর্ন কাণ্ডে গ্রেফতার। জামিন পেতে লাগে দুই মাস। কেমন কেটেছিল সেই সময়, তা এবার সিনেমার মাধ্যমে বলতে চলেছেন বলিউড অভিনেত্রী শিল্পা শেঠির স্বামী রাজ কুন্দ্রা।

ইতোমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে 'ইউটি ৬৯' ছবির ট্রেলার। প্রচার পর্বও শুরু করে দিয়েছেন রাজ। আর সেই সংক্রান্ত সাক্ষাৎকার দিতে গিয়েও জানালেন নিজের জেল যন্ত্রণার কথা। কেন জেলে যেতেই তাকে নগ্ন করা হয়েছিল? তা জানাতে গিয়েই রাজ বলেন, "অত্যন্ত অপমানজনকভাবে সবার সামনে ওরা সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে দেয়। তারপর পশ্চাৎদেশে কোনও মাদক লুকানো আছে কি না তা খতিয়ে দেখে। মনে হয় যেন সমস্ত মানসম্মান নষ্ট হয়ে গেল। এমনিতেই এত কিছুর মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে তার ওপরে এভাবে নগ্ন করে দেওয়া হয়েছিল।"

এরপরই আবার রাজ বলেন, "মিডিয়া অলরেডি আমার সঙ্গে বাইরে এই কাজটা করছিল, তারপর জেলেও এমন হলো। আমার সমস্ত কিছু ভেঙেচুরে যাচ্ছিল। জেলে খাবার আর শোয়ার কোনও ঠিকঠাক ব্যবস্থা ছিল না। সবাই আমার আর শিল্পার বিষয়ে জানতে চাইছিল। আমি জানি না কেন আমাকে তথাকথিত তারকাদের সেলে রাখা হয়নি। আর্থার রোড জেলের সাধারণ গারদে রাখা হয়েছিল। আমার তা নিয়ে কোনও মাথাব্যথা নেই। তারকাদের গারদে কোনও আলাদা সুবিধা পাওয়া যায় না। শুধু সেখানে একটা ঘরে ৫ জন থাকে আর সাধারণ গারদে যেখানে মাত্র ৫০ জন থাকতে পারে সেখানে ২৫০ জনকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়।"

এর আগে রাজ এও জানিয়েছিলেন, পর্ন কাণ্ডের পর তাকে শিল্পা বলেছিলেন দেশের বাইরে চলে যেতে। কিন্তু নিজের কাহিনি সিনেমার মাধ্যমে সকলের সামনে আনতে চাইছেন রাজ কুন্দ্রা। আগামী ৩ নভেম্বর সিনেমা হলে মুক্তি পাবে 'ইউটি ৬৯'। শাহনওয়াজ আলির পরিচালনায় নিজের ভূমিকায় রাজ নিজেই অভিনয় করেছেন।

স্ট্যাটাস দেওয়ার পরই হাসপাতালে হিনা খান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ভারতের জনপ্রিয় অভিনেত্রী হিনা খান। তবে ঠিক কী কারণে তাকে ভর্তি করাতে হয়েছে, সেটা এখনও জানা যায়নি।

জানা গেছে, কাশ্মীরের মেয়ে হলেও শোবিজে কাজের সূত্রে মুম্বাইতে থাকেন হিনা। কিন্তু এই শহরে নাকি একেবারেই শ্বাস নেওয়া যায় না। কয়েক দিন আগেই এমন অভিযোগ করেন করেন তিনি। অভিনেত্রী বলেন, বর্তমানে মাত্রাতিরিক্ত দূষণের কারণে নাকি বসবাসের যোগ্যতা হারাচ্ছে মুম্বাই।

এ দিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এমন স্ট্যাটাসের পরদিনই হাসপাতালে ভর্তি করাতে হলো হিনাকে। ২৭ অক্টোবর মুম্বাইয়ের কোকিলাবেন হাসপাতাল থেকে একটি ছবি পোস্ট করেন তিনি।

ক্যাপশনে হিনা লিখেছেন, খুশি ও ভালোবাসা ছড়িয়ে দিন। আপনি কোথায় আছেন, কোন মানসিক অবস্থায় রয়েছেন, সেটাকে গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আয়না দেখলেই নিজের একটা ছবি তুলে নিন।

ওই ছবিতে দেখা যায়, হিনার পরনে রয়েছে হাসপাতালের পোশাক। সঙ্গে উঁচু করে বাঁধা পনিটেল।

প্রসঙ্গত, ছোট পর্দায় কাজ করছেন এক দশকেরও বেশি সময়। স্টারপ্লাসের 'ইয়ে রিস্তা ক্যা কহলতা হ্যায়' সিরিয়ালে অভিনয় করে রাতারাতি পরিচিত মুখ হয়ে ওঠেন তিনি। এরপর নাম লেখান বড় পর্দায়। সেখানেও দর্শকদের নজর কেড়েছেন হিনা। সম্প্রতি তার অভিনীত সিনেমা 'কান্ট্রি অফ ব্লাইন্ড' জায়গা করে নিয়েছে অস্কার লাইব্রেরিতে।

তরুণরাই জাভির

ক্ল্যাসিকোর ঘোড়া

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : রবার্ট লেভানডস্কির ফেরাটাই বার্সার জন্য বড় সুখবর। তার মধ্যে এল ক্ল্যাসিকোর ঘণ্টা বাজল। ক্রিকেট বিশ্বকাপের ডামাডোলে ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষ হয়তো সেভাবে নজর দিতে পারবে না ম্যাচটিতে। কিন্তু ইউরোপজুড়ে এখনও ফুটবলই প্রথম ও শেষ কথা! আর সেখানে রিয়াল-বার্সা ম্যাচ হলে তো কথাই নেই। বার্সার জন্য ম্যাচটা জেতা কঠিন হলেও সম্ভাবনা দারুণ। দলটির একাধিক খেলোয়াড় এখনও চোটের সঙ্গে লড়ছেন। তাতে অবশ্য কোচ জাভি হার্নান্দেজের দুশ্চিন্তার কিছু নেই। কারণ তরুণরাই এখন তাঁর মূল শক্তি। ইয়ামাল, গাভি ও বালদেরা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন কাতালানদের। বার্সার অলিম্পিক স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ১৫ মিনিটে শুরু হবে ম্যাচটি। যদিও রিয়াল এখনও তারুণ্যনির্ভর দল। যাদের গোলমেশিন হয়ে উঠেছেন জুড বেলিংহাম। প্রায় ম্যাচেই গোল করছেন তিনি। এর পর চোট কাটিয়ে ফেরা ভিনিসিয়ুস জুনিয়র থাকবেন আক্রমণের মূল দায়িত্বে। তাঁর সঙ্গে স্বদেশি সতীর্থ রদ্রিগো তো আছেনই। সেই সঙ্গে মাঝমাঠে চুয়েমেনির মতো তরুণ মিডফিল্ডার। সব মিলিয়ে এই ক্ল্যাসিকো তারুণ্যের ক্ল্যাসিকোই হতে যাচ্ছে। দুদলের তারুণ্য শক্তির একটা পরীক্ষাও বলা যায়।

বেলিংহ্যামের শেষ মুহূর্তের গোলে

বার্সাকে হারালো রিয়াল

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : মৌসুমের প্রথম এল ক্লাসিকোতে বার্সেলোনাকে ২-১ ব্যবধানে হারাল রিয়াল মাদ্রিদ। জোড়া গোল করেছেন জুড বেলিংহ্যাম।

শ্বাসরুদ্ধকর এই ম্যাচের ৯ মিনিটেই ইলকায় গুন্দোয়ানের গোলে পিছিয়ে পড়ে রিয়াল মাদ্রিদ। কাতালান ফরোয়ার্ডদের চাপে অরলিয়ে চুয়ামেনি গোলরক্ষকের উদ্দেশে ব্যাক পাস দেন, কিন্তু রিয়াল ডিফেন্ডার ডেভিড আলাবা বলের কাছে পৌঁছে ক্লিয়ারের চেষ্টা করলেও সেই বলের নিয়ন্ত্রণ নেন ইকাই গুন্দোয়ান। এরপর কেপাকে ফাঁকি দিয়ে বাকি কাজ সারেন তিনি। রিয়ালের বিপক্ষে গোল করে অনন্য এক কীর্তি গড়েন জার্মান মিডফিল্ডার গুন্দোয়ান। ডার ক্লাসিকার, ম্যানচেস্টার ডার্বি ও এল ক্লাসিকো-সবগুলোতেই গোলের দেখা পেলেন তিনি। তাছাড়া এল ক্লাসিকোতে ২০১৪ সালের পর দ্রুততম গোল করলেন গুন্দোয়ান। ৯ বছর আগে মাত্র তিন মিনিট ২ সেকেন্ডে রিয়ালের জাল কাঁপান নেইমার।

শুরুতেই চাপে পড়া রিয়াল ম্যাচে ফিরতে সময় নিল অনেক। পিছিয়ে থেকেই প্রথমার্ধ শেষ করে তারা। দ্বিতীয়ার্ধে ৬৮ মিনিটে দলকে সমতায় ফেরান বেলিংহ্যাম। বক্সের বাইরে থেকে তার নেওয়া বুলেট গতির শট জড়িয়ে যায় জালে। যোগ করা সময়ে গোল করে দলের জয় নিশ্চিত করেন তিনি।

১১ ম্যাচে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে লা লিগায় শীর্ষে উঠলো রিয়াল। সমান খেলে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে তিনে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন বার্সা।

জরিমানা গুনতে হলো পাকিস্তানকে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : এবারের বিশ্বকাপে সময়টা ভালো যাচ্ছে না পাকিস্তানের। ছয় ম্যাচের চারটিতে হেরে বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল খেলার স্বপ্ন কঠিন করে ফেলেছে দলটি। সবশেষ দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে রোমাঞ্চকর ম্যাচে এক উইকেটে হেরেছে পাকিস্তান। সেমিফাইনালের আশা বাঁচিয়ে রাখতে গত শুক্রবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে জয়ের বিকল্প ছিল না বাবর আজমদের। এমন গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে পাকিস্তানের দেওয়া ২৭০ রানের টার্গেট নিয়ে মাঠে নামে দক্ষিণ আফ্রিকা। রুদ্ধশ্বাস এই ম্যাচে ৪৭.২ ওভারে এক উইকেট হাতে রেখে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় প্রোটিয়ারা।

সেই হারের সঙ্গে এবার জরিমানাও গুণতে হলো পাকিস্তানকে। চেন্নাইতে হওয়া সেই ম্যাচে স্লো ওভার রেটের কারণে ম্যাচ ফির ২০ শতাংশ জরিমানা করেছে আইসিসি।

চেন্নাইয়ে শুক্রবারের ওই ম্যাচে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চার ওভার পিছিয়ে ছিল বাবর আজমের দল।

আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী, লক্ষ্যমাত্রা থেকে প্রতিটি ওভার পিছিয়ে থাকার জন্য খেলোয়াড়দের ম্যাচ ফির ৫ শতাংশ অর্থ জরিমানা করা হয়।

ভারতের বিপক্ষে

কামিন্স-স্টার্কদের ছাড়াই খেলবে অজিরা

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ভারতের মাটিতে চলমান বিশ্বকাপে শুরুটা হার দিয়ে হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার। এরপর থেকেই যেন দারুণ ছন্দে আছে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। বিশ্বকাপ শেষে তারা ভারতে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে। ওই সিরিজের দলে নেই অধিনায়ক কামিন্স, মিচেল স্টার্কসহ বেশ কয়েকজন অজি ক্রিকেটার।

২৮ অক্টোবর ভারতের বিপক্ষে সেই টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। সিরিজের ম্যাচ পাঁচটি আগামী ২৩, ২৬ ও ২৮ নভেম্বর এবং ১ ও ৩ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত ভারতের ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হবে।

মূলত ভারত সিরিজের পরেই ঘরের মাঠে পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ খেলবে অজিরা। ওই সিরিজটি ১৪ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে। মূলত পাকিস্তানের সঙ্গে টেস্ট সিরিজের জন্য ভারত সফরে বিশ্রামে রাখা হয়েছে দলের নিয়মিত তিন পেসার প্যাট কামিন্স, মিচেল স্টার্ক ও জশ হ্যাজলউডকে।

একই কারণে দলে নেই মিচেল মার্শ এবং ক্যামেরন গ্রিনও। কামিন্সের অনুপস্থিতিতে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক করা হয়েছে উইকেটরক্ষ ব্যাটার ম্যাথু ওয়েডকে। এর আগে ওয়েড অস্ট্রেলিয়াকে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে নেতৃত্ব দেন ২০২০ সালে। পরের বছর বাংলাদেশ সফরে তার অধিনায়কত্বে পাঁচ ম্যাচের সিরিজ খেলে অস্ট্রেলিয়া।

সর্বশেষ গত মাসে দক্ষিণ আফ্রিকায় অস্ট্রেলিয়ার নতুন কিছু মুখ দেখার আশায় ওয়েডকে বাইরে রাখা হয়। পরে অবশ্য তাকে বদলি হিসেবে দলে নেওয়া হলেও ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি তিনি। সিরিজটি অস্ট্রেলিয়া ৩-০ ব্যবধানে প্রোটিয়াদের হারিয়ে দেয়।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে খেলা বেশির ভাগ ক্রিকেটারকেই ভারত সফরের দলেও রেখেছে অজি বাহিনী। সেই তালিকায় আছেন স্পেন্সার জনসন, তানভির স্যাঙ্ঘা ও ম্যাট শর্টরা।

ভারত সিরিজের অস্ট্রেলিয়ার টি-টোয়েন্টি স্কোয়াড : ম্যাথু ওয়েড (অধিনায়ক), ডেভিড ওয়ার্নার, ট্র্যাভিস হেড, স্টিভেন স্মিথ, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, ম্যাট শর্ট, মার্কাস স্টয়নিস, জশ ইংলিস, জেসন বেহরেনডর্ফ, শন অ্যাবট, নাথান এলিস, স্পেন্সার জনসন, অ্যাডাম জ্যাম্পা ও তানভীর স্যাঙ্ঘা।

বিশ্বকাপ ধামাকা

ইডেনে বিশাল জয়, সেমিফাইনালের

জটিল অঙ্কে ঢুকে পড়ল পাকিস্তান

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : কলকাতা: নিউজ সারাদিন : মাঠে হাতে গোনা কিছু পাকিস্তানের সমর্থক। তাঁরা যে মূলত বাবর আজমের ব্যাটিং দেখতে এসেছেন, এমনও বলা যায়। বিশ্বের এক নম্বর ব্যাটার। দলের ভরাডুবিতেও গত কয়েক ম্যাচে রান পেয়েছেন। ম্যাচের আগের দিনও বাবরকে নিয়ে ব্যাপক উন্মাদনা ছিল। শতরানের জুটি গড়ে ওপেনার আব্দুল্লা শফিক ফিরতেই গ্যালারিতে কিছুটা গর্জন। বাবর আজম ক্রিজে নামছেন। ব্যাটিং দেখার সৌভাগ্য খুব বেশি হল না। মাত্র ৯ রানেই ইতি বাবর অধ্যায়ের। পাকিস্তানের অবশ্য জিততে খুব একটা সমস্যা হল না। অনবদ্য বোলিং এবং ফখর জামানের ব্যাটিং দাপট। ৭ উইকেটের জয়ে সেমিফাইনালের জটিল অঙ্কেও ঢুকে পড়ল পাকিস্তান।

টানা হারে ব্যাপক সমালোচনায় পড়েছিল পাকিস্তান ক্রিকেট টিম। মাঠের বাইরেও নানা বিতর্কে জর্জরিত। আগের দিন আফগানিস্তানের জয়ে সেমিফাইনালের দরজা খুলে গিয়েছে অনেকের জন্যই। পাকিস্তানেরও ক্ষীণ সম্ভাবনা রয়েছে। এর জন্য বাকি তিন ম্যাচেই বড় জয় চাই। একটা ধাপ পেরোল পাকিস্তান। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ৭ উইকেটের বড় জয়ে নেট রানরেটও অনেকটা ভালো করে নিল পাকিস্তান। জয়ের মূল কৃতিত্ব প্রাপ্য পাকিস্তান বোলিং আক্রমণেরই। টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ। ইডেন গার্ডেন্সে রান তাড়া করা সহজ। বিশেষ করে বছরের এই সময়ে শিশিরের প্রভাব রয়েছে। বাংলাদেশ প্রথমে ব্যাট করে ভুগল। নতুন বলে দাপট শাহিন আফ্রিদির। ওপেনার লিটন দাস কিছুটা ভরসা দেন। যদিও তা যথেষ্ঠ ছিল না। মিডল অর্ডারে গত কয়েক ম্যাচের মতোই ভরসা দিলেন সিনিয়র ব্যাটার মাহমুদউল্লাহ রিয়াধ। অর্ধশতরান করেন তিনি। কিছুটা লড়াই করেন সাকিব আল হাসান। পুরো ৫০ ওভার ব্যাট করতে পারেনি বাংলাদেশ। ৪৫.১ ওভারে মাত্র ২০৪ রানেই অলআউট বাংলাদেশ। শাহিন আফ্রিদি ও মহম্মদ ওয়াসিম তিনটি করে উইকেট নেন।

রান তাড়ায় অনবদ্য শুরু পাকিস্তানের। এশিয়া কাপ থেকে পাকিস্তান টিমের 'ফিকর' ছিল ওপেনার ফখর জামানের ফর্ম নিয়ে। বিশ্বকাপেও বয়র্থতার জেরে তাঁকে একাদশ থেকে বাদ দেওয়া হয়। অবশেষে ফেরানো হল অভিজ্ঞ ওপেনারকে। 'ফকর' হওয়ার মতোই পারফর্ম করলেন ফখর জামান। আব্দুল্লা শফিক ৬৮ রানে ফেরেন। ফখর সেঞ্চুরির দিকে এগোচ্ছিলেন। যদিও দ্রুত ম্যাচ শেষ করার চেষ্টায় সেঞ্চুরি হাতছাড়া। মেহদি হাসান মিরাজের স্লগ সুইপে ফেরেন ফখর। ৭৪ বলে ৮১ রানের অনবদ্য ইনিংস তাঁর ব্যাটে। মহম্মদ রিজওয়ান এবং ইফতিকার আহমেদের অবিচ্ছিন্ন জুটিতে ৩২.৩ ওভারেই জয়ের লক্ষ্যে পাকিস্তান।

কীভাবে সেমিফাইনালে পৌঁছতে পারে পাকিস্তান

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : পর পর চারটি ম্যাচ হারলেও বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ওঠার আশা শেষ হয়নি পাকিস্তানের। এখন আর নিজেদের সব ম্যাচ জিতলেই হবে না বাবর আজমদের। তাকিয়ে থাকতে হবে অন্য দলের ম্যাচের দিকেও।

চেন্নাইয়ে শুক্রবার (২৭ অক্টোবর) পাকিস্তান বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই চলল। দু'টি দলই ২ পয়েন্টের জন্য মরিয়া ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হেরে যায় পাকিস্তান। মাত্র ১ উইকেটে জেতে দক্ষিণ আফ্রিকা। এই হারের ফলে পাকিস্তান ছ'ম্যাচে ৪ পয়েন্ট লিগ তালিকায় ষষ্ঠ স্থানে। দক্ষিণ আফ্রিকা পৌঁছে গিয়েছে লিগের শীর্ষে। তাদের ছ'ম্যাচে ১০ পয়েন্ট।

পাকিস্তানের এখনও ম্যাচ বাকি বাংলাদেশ, নিউজিল্যান্ড এবং ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। এই তিনটি ম্যাচ জিতলে পাকিস্তানের হবে ১০ পয়েন্ট। বাবরেরা যদি সব ম্যাচ জিততে পারেন তাহলে তারা চাইবেন শ্রীলঙ্কা এবং অস্ট্রেলিয়ার মতো দলগুলি নিজেদের সব ম্যাচ হেরে যাক। অস্ট্রেলিয়ার রয়েছে ৬ পয়েন্ট। লিগে চার নম্বর জায়গায় রয়েছে তারা। শ্রীলঙ্কা রয়েছে পাচে। পাকিস্তানের মতো তাদেরও রয়েছে ৪ পয়েন্ট। এই দুই দল আর কোনও ম্যাচ না জিতলে ১০ পয়েন্টের কমে শেষ করবে। তাতে সুবিধা হবে পাকিস্তানের।

পাকিস্তানের সেমিফাইনালে ওঠার ক্ষেত্রে এখন অন্যদের হার প্রয়োজন। বাবরদের হাতে রয়েছে শুধু নিজেদের সব ম্যাচ জয়। কিন্তু পাকিস্তান এখন যে ফর্মে রয়েছে তাতে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচটি কঠিন হতে পারে। বাংলাদেশ এবং ইংল্যান্ড এখন পাকিস্তানের থেকে লিগ তালিকায় নীচে আছে।

অবশেষে থামলেন স্টার্ক!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : চলতি বিশ্বকাপে নিজের নামের প্রতি সুবিচার করতে পারছেন না মিচেল স্টার্ক। তবুও উইকেট পাচ্ছিলেন প্রতি ম্যাচেই। কিন্তু নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৫ রানের নাটকীয় জয়ের ম্যাচে উইকেটহীন থাকেন বাঁহাতি এই পেসার। তাতে ইতি টানলেন এক রেকর্ডের।

বিশ্বকাপে টানা ম্যাচে উইকেট নেওয়ার কীর্তি অনেক আগেই নিজের করে নিয়েছিলেন স্টার্ক। এতোদিন কেবল সেটা টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। প্রথম বিশ্বকাপ খেলেন ঘরের মাঠে ২০১৫ সালে। সেই থেকে শুরু; এরপর তিন বিশ্বকাপ মিলিয়ে টানা ২৩ ম্যাচে অন্তত একটি করে উইকেট শিকার করেছেন ৩১ বছর বয়সি এই পেসার। কিন্তু কিউইদের বিপক্ষে ৯ ওভারে ৮৯ রান খরচ করে কোনো উইকেট ছাড়াই থাকতে হয় তাকে।

২০১৫ বিশ্বকাপে ৮ ম্যাচ খেলে ২২ উইকেট নেন স্টার্ক। সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি হিসেবে দলকে বিশ্বকাপ জেতাতে রাখেন গুরুত্বপূর্ণ অবদান। পরের আসরেও (২০১৯ সালে) বল হাতে উজ্জ্বল ছিলেন তিনি। ১০ ম্যাচে আদায় করেন ২৭ উইকেট। কোনো ম্যাচেই উইকেটহীন থাকেননি। এবারের বিশ্বকাপেও প্রথম পাঁচ ম্যাচে উইকেটের দেখা পেয়েছেন বাঁহাতি এই পেসার। তবে ষষ্ঠ ম্যাচে এসে ছেদ পড়ল সেই ধারাবাহিকতায়। এখন পর্যন্ত চলতি আসরে ৬ ম্যাচে ৭ উইকেট নিয়েছেন স্টার্ক। তার আগে টানা ম্যাচে উইকেট নেওয়ার কীর্তিটি ছিল আরেক অজি পেসারের। ২০০৩ ও ২০০৭ বিশ্বকাপ মিলিয়ে টানা ১৩ ম্যাচে উইকেট শিকার করেন কিংবদন্তি গ্লেন ম্যাকগ্রা।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR